POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022

আল্লাহ্‌র বাণী

وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوْا عَلٰى مَا كُذِّبُوْا وَاُوْذُوْا حَتّٰٓى اَتٰىهُمْ نَصْرُنَا ۚ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ۚ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِنْ نَّبَاِى الْمُرْسَلِيْنَ (سورة الانعام:35)

এবং নিশ্চয় তোমার পূর্বেও রসুলগণকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছিল, কিন্তু তাহাদিগকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করা এবং তাহাদিগকে কষ্ট দেওয়া সত্ত্বেও তাহারা ধৈর্য ধারণ করিয়াছিল, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহাদের নিকট আমাদের সাহায্য আসিয়া পৌঁছিল। আল্লাহ্‌র কথাকে পরিবর্তনকারী কেহ নাই। এবং তোমার নিকট রসুলগণের সংবাদ অবশ্যই পৌঁছিয়াছে। (আল আনআম: ৩৫)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 7

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 12

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 24 মার্চ, 2022 20 শাবান 1443 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.)-এর মদিনার প্রতি ভালবাসা

১৮৮৫) হযরত আনাস (রা.) নবী করীম (সা.) থেকে বর্ণনা করেন যে তিনি বলেছেন: হে আমার আল্লাহ্! মদিনায় দ্বিগুণ বরকত দান কর, তার থেকে যা তুমি মক্কাকে দান করেছ।

১৮৮৬) হযরত আনাস (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী (সা.) যখন কোনও সফর থেকে ফিরে আসতেন আর মদিনার প্রাচীর দেখতে পেতেন, তখন তিনি মদিনার প্রতি ভালবাসার টানে নিজের উটকে দ্রুত হাঁকাতেন আর যদি অন্য কোন বাহনের উপর আরোহিত থাকতেন, তবে সেটিকেও দ্রুত হাঁকাতেন।

১৮৮৭) হযরত আনাস (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে বনু সালমা গোত্র নিজেদের বাসস্থান ত্যাগ করে মদিনার কাছাকাছি চলে আসতে মনস্থির করে। মদিনার কোনও দিকে শূন্যস্থান থাকুক, রসুলুল্লাহ্ (সা.) তা চাইতেন না। তিনি বললেন: হে বনু সালমা! তোমরা কি পাঁয়ে হাঁটার পুণ্য চাও না? একথা শুনে তারা সেখানেই থেকে যায়।

* হযরত সৈয়্যদ জয়নুল আবেদীন ওলীউল্লাহ্ শাহ (রহ) বলেন: ওহদের পাদদেশে দুটি গোত্র বাস করত। বনু সালমা এবং বানু হারসা। তাদের এলাকার নাম ছিল যথাক্রমে দিয়ার বনী সালমা এবং দিয়ার বনি হারসা। বনু সালমা গোত্র ইয়াসরাবের কাছাকাছি আসতে চাইছিল যাতে নামাযে অংশগ্রহণ করতে সুবিধা হয়। কিন্তু নিরাপত্তার দৃষ্টিকোণ থেকে আঁ হযরত (সা.) তাদের নিজেদের বসতিতেই বাস করা পছন্দ করেন।

(সহী বুখারী, ৩য় খণ্ড,কিতাব ফাযায়েলুল মদীনা)

জুমআর খুতবা, ৪ ফেব্রুয়ারী ও ১১ ফেব্রুয়ারী ২০২২ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর ভার্চুয়াল সাক্ষাতানুষ্ঠান।

মুসলমানদের উচিত ছিল উন্মাদের ন্যায় মসীহ সন্ধান করা আর তিনি এখনও কেন এলেন না তার কারণ অনুসন্ধান করা।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর বাণী

ত্রিত্ববাদের উপাসনা শিখর স্পর্শ করেছে। সত্যবাদীর অবমাননা চরমে পৌঁছেছে। রসুলুল্লাহ্ (সা.) এর মূল্য মৌমাছি বা বোলতার রাখা হয় না। মৌমাছি বা বোলতাকেও মানুষ ভয় পায় আর, পিপীলিকা দেখেও শঙ্কিত হয়। কিন্তু হযরত রসুলুল্লাহ্ (সা.)এর নিন্দা করতে কেউ দ্বিধা করে না। তারা كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا (তারা আমাদের নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করেছে)-এর সত্যায়নস্থল হচ্ছে। তাদের মুখ যতটা প্রসারিত হতে পারত ততটা প্রসারিত করেছে আর গালি দিয়েছে।এখন সেই সময় আগত যখন খোদা তাদেরকে ধৃত করবেন। এমন সময়ে তিনি একজনকে সৃষ্টি করেন। وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا তিনি এমন মানুষ সৃষ্টি করেন, যে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহিমার জন্য ভীষণ আত্মাভিমান রাখে। অভ্যন্তরীণ ও ঐশী সাহায্য সেই ব্যক্তির সহায় হয়। বস্তুত এই সব কিছু খোদা তা'লা স্বয়ং করে থাকেন, কিন্তু তাকে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য হল তাঁর চিরাচরিত রীতি পূর্ণ করা।এখন সেই সময় আগত। খোদা খৃষ্টানদেরকে কুরআন করীমে উপদেশ দিয়েছিলেন যে, তারা যেন নিজেদের ধর্মের বিষয়ে গোলযোগ না করে। কিন্তু তারা এই উপদেশ গ্রহণ করে নি, পূর্বে তারা পথভ্রষ্ট ছিল, এখন পথভ্রষ্টতার কারণও হয়ে পড়েছে। খোদার কুদরতের উপর দৃষ্টিপাত করলে জানা যায় যে, বিষয় যখন সীমা অতিক্রম করে যায়, তখন উর্ধ্বলোকে প্রস্তুতি নেওয়া হয়। প্রস্তুতির সময় আগত, এটিই তাঁর নিদর্শন। সত্য নবী, রসুল ও মুজাদ্দিদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল তারা যথা সময়ে এবং প্রয়োজনের সময় আগমণ করে। লোকে খোদার নামে শপথ করে বলুক যে, উর্ধ্বলোকে প্রস্তুতির সেই সময় কি আসে নি? স্মরণ রেখো, খোদা সব কিছু নিজেই করেন। আমি এবং আমার জামাতের সদস্যরা যদি সকলে ঘরে বসে থাকে তবুও এই কাজ হবে আর দাজ্জালের পতন হবে। تِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ (আলে ইমরান: ১৪১) দাজ্জালের উত্থানই বলে দিচ্ছে যে তার পতনের সময় ঘনিয়ে এসেছে; তার উর্ধ্বগতি থেকেই স্পষ্ট যে, এখন সে অধঃপতিত হবে। এর সমৃদ্ধিই এর অনিবার্য পতনের লক্ষণ। হ্যাঁ, শীতল বাতাস বইতে শুরু করেছে। খোদার কাজ মন্থর ও মসৃণ গতিতে সম্পাদিত হয়।

আমার সপক্ষে যদি কোনও প্রমাণ নাও থাকত, তবুও মুসলমানদের উচিত ছিল উন্মাদের ন্যায় মসীহর সন্ধান করা আর তিনি এখনও কেন এলেন না তার কারণ অনুসন্ধান করা। নিঃসন্দেহে তিনি ক্রুশ ভঙ্গ করার উদ্দেশ্যে এসেছেন। তাঁকে নিজেদের পারস্পরিক বিবাদের মধ্যে লিপ্ত রাখার জন্য আহ্বান করা মুসলিমদের উচিত ছিল না। তাঁর কাজ হল ক্রুশ ভঙ্গ করা আর এটিই যুগের প্রয়োজন আর এজন্যই তাঁর প্রতিশ্রুত মসীহ। যদি মোল্লারা মুসলমানদের কল্যাণ দৃষ্টিপটে রাখত, তবে তারা কখনই এমন আচরণ করত না। তাদের ভেবে দেখা উচিত ছিল যে, আমার বিরুদ্ধে ফতোয়া লিখে কি অর্জিত হয়েছে? যে বিষয় সম্পর্কে খোদা বলেন 'হও', তাকে প্রতিহত করার শক্তি কে রাখে? প্রকারান্তে আমার বিরুদ্ধবাদীরাও আমার সেবক ও সহায়ক, যারা প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে আমার বার্তা পৌঁছে দিচ্ছে। সম্প্রতি শুনেছি, গোলড়ার পীর আমার বিরুদ্ধে একখানি পুস্তক রচনা করতে মনঃস্থির করেছেন। একথা শুনে আমি প্রীত হয়েছি। এ কারণে যে তার শিষ্যদের মধ্যে যারা আমার সম্পর্কে অবগত ছিল না, এখন তারাও অবগত হবে আর তারা আমার লেখা বই-পুস্তক দেখার প্রণোদনা পাবে।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ:৩৫৮-৩৬০)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন: "ওহী আকারে আমার প্রতি খোদার যে বাণী অবতীর্ণ হয় সেগুলোর প্রতি আমি আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে এতটা বিশ্বাস রাখি যে, বায়তুল্লাহ্ শরীফে আমার দাঁড়ানো অবস্থায় যে ধরণের শপথ করতে বলবে, আমি তাতে প্রস্তুত আছি। বরং আমার বিশ্বাস এই পর্যায়ের যে, আমি যদি এ বিষয়ে অস্বীকার করি অথবা এগুলো খোদার পক্ষ থেকে নয় বলে ধারণাও করি তাহলে তৎক্ষণাৎ আমি কাফের হয়ে যাব।"

(মালাফুযাত, ২য় খণ্ড,পৃ: ২৭)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

বি:দ্র:- সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) বিভিন্ন সময়ে নিজের চিঠিতে এবং এম.টি.এর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যে নির্দেশনা প্রদান করেছেন, সেগুলি থেকে পাঠকদের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হচ্ছে।

প্রশ্ন: অমুসলিমদের প্রতি দয়া প্রদর্শন ও তাদের জন্য ইসতেগফার করা কি বৈধ? তাদের জন্য যুক্তিপ্রমাণ পূর্ণ হওয়া বা না হওয়ার ক্ষেত্রে তাদের জন্য দয়া করা বা ইসতেগফার করলে কিছু যায় আসে?

উত্তর: যাদের মধ্যে কুরআনের জ্ঞান রয়েছে, তাদের পক্ষ থেকে এমন প্রশ্ন বিস্মিত করে। আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমে রাব্বুল আলামীন শব্দ ব্যবহার করে যেভাবে এ বিষয়টি বর্ণনা করে দিয়েছেন যে, তিনি সমগ্র জগতে বসবাসকারী ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলের প্রতিপালক। অনুরূপভাবে তিনি আমাদের প্রিয় নবী হযরত মহম্মদ (সা.)কে কেবল মুসলমানদের জন্য আশীর্বাদ হিসেবে আবির্ভূত করেন নি, বরং তাঁর কল্যাণময় সত্তা সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমাতুল্লিল আলামীন হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। এর মাধ্যমে বলে দেওয়া হয়েছে যে এই রসুল সমগ্র বিশ্বের জন্য জাতি ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে মূর্তিমান দয়া ও করুণা।

কোনও ব্যক্তির জন্য ইসতেগফার প্রসঙ্গে বলতে হয় যে, এ সম্পর্কেও কুরআন ও সুন্নত আমাদের পথ-প্রদর্শন করেছে। এমন মুশরিক যার সম্পর্কে স্পষ্ট হয়ে যায় যে সে খোদা তা'লার প্রকাশ্য শত্রু এবং নিশ্চিতভাবে জাহান্নামী , তার জন্য ইসতেগফার করা উচিত নয়। আর কারো জাহান্নামী হওয়ার বিষয়ে আল্লাহ্ তা'লা জানেন অথবা তাঁর আম্বিয়া ও প্রিয়ভাজনরা, যাদের স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লা কারোর জাহান্নামী হওয়ার সংবাদ দেন। এই জন্যই হযরত ইব্রাহিম (আ.) কে আল্লাহ্ তা'লা যখন অবগত করেন যে তাঁর পিতা খোদার শত্রু, তখন তিনি তাঁর পিতার জন্য ক্ষমা চাওয়া থেকে নিবৃত্ত হন। (সূরা তওবা):১১৪)

মদিনার মুনাফিকদের অপকর্ম ও মুসলমানদের উপর উৎপীড়নের কারণে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে কুরআন করীমে তাদের জন্য কঠোর সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে আর তাদেরকে অবাধ্য আখ্যায়িত করে জাহান্নামী বলা হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আঁ হযরত (সা.)কে যেহেতু সেই সময় পর্যন্ত ক্ষমা প্রার্থনা করার অধিকার দেওয়া হয়েছিল, তাই তিনি মুনাফিকদের নেতা আব্দুল্লাহ্ বিন আবু সুলুল -এর মৃত্যুতে খোদা প্রদত্ত এই অধিকারের ভিত্তিতে তার জানাযার নামায পড়িয়েছেন এবং তার জন্য ক্ষমা চেয়েছেন।

ইসলামের ক্ষমা প্রদানের শিক্ষার মধ্যে এক গভীর প্রজ্ঞা নিহিত, পূর্ববর্তী ধর্মসমূহ যা থেকে বঞ্চিত ছিল। তাই যতক্ষণ পর্যন্ত শত্রুর সংশোধনের আশা রয়েছে, ইসলাম এমন প্রত্যেক শত্রুর হেদায়াত এবং তরবীয়তের জন্য চেষ্টা করার শিক্ষা দেয়। ওহদের যুদ্ধে মুসলমানদের যখন অনেক ক্ষয়ক্ষতি হল আর আঁ হযরত (সা.) নিজেও আহত হলেন, তখন কেউ একজন আঁ হযরত (সা.)-এর কাছে ইসলামের শত্রুদের জন্য বদদোয়ার করার আবেদন করল। তিনি (সা.) বললেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে কারো প্রতি অভিশাপ দিতে বা নিন্দা করতে পাঠান নি। বরং তিনি আমাকে খোদার বাণী প্রসারকারী ও দয়া স্বরূপ প্রেরণ করেছেন। এরপর হুযুর (সা.) দোয়া করেন যে, হে আমার আল্লাহ্! আমার জাতিকে হেদায়াত দান কর, কেননা তারা (আমার মর্যাদা এবং ইসলামের) সত্যতা সম্পর্কে অনবহিত। (শেয়বেল ঈমান লিল বাইহাকি)। অনুরূপভাবে আরও একটি রেওয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, হুযুর (সা.) আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করছেন হে আল্লাহ্! আমার জাতিকে ক্ষমা করে দাও। কেননা তারা (ইসলাম এবং আমার মর্যাদার বিষয়ে) অজ্ঞতার কারণে ইসলামের বিরোধিতা করছে। (আল মুজামুল কাবীর লিত তিবরানী)

অতএব, ইসলাম নিজ অনুসারীদেরকে জাতি ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সমগ্র মানবজাতির জন্য দয়াপরায়ণ হওয়ার এবং সকলের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার উপর জোর দেয়, কেবল সেই সব মুশরিক এবং খোদার শত্রুরা ব্যতিরেকে, যাদের জাহান্নামী হওয়ার বিষয়ে খোদা তা'লা অটল সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন।

আপনার প্রশ্ন যদি কোন ব্যক্তি বিশেষকে নিয়ে হয়ে থাকে, তবে সেক্ষেত্রে মুসলিম ও অমুসলিমের প্রশ্নই অবান্তর। বরং সেই ব্যক্তির তৈরী পরিস্থিতি, ঘটনাক্রম এবং তার সঙ্গে জড়িত বিষয়াদি অনুসারে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

প্রশ্ন: এক ব্যক্তি প্রশ্ন করেন যে, ১লা জুল হজ্জ তারিখ থেকে কুরবানী পর্যন্ত চুল ও নখ না কাটার নির্দেশ কেবল হাজীদের জন্য নাকি প্রত্যেক কুরবানীকারীর জন্য? তিনি আরও প্রশ্ন করেন যে, যদি কোন এলাকায় জুল হজ্জের চাঁদ ওঠার বিষয়ে পরে জানা যায়, তবে সেই অঞ্চলের মানুষের জন্য দিক=নির্দেশনা কি হবে?

১১ই আগস্ট ২০২০ তারিখের চিঠিতে হুযুর আনোয়ার লেখেন- হাদীস থেকে তো একথাই জানা যায় যে, এই আদেশ প্রত্যেক কুরবানীকারীর জন্য। হযরত উম্মে সালমা (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, হুযুর (সা.) বলেছেন, 'যখন তোমরা জুল হজ্জ মাসের চাঁদ দেখতে পাও, তখন যে ব্যক্তি কুরবানী করতে ইচ্ছুক কুরবানী পর্যন্ত তার নিজের চুল ও নখ কর্তন করা উচিত নয়।" (সহী মুসলিম, কিতাবুল আযাহি)

এছাড়া কোনও এলাকায় যদি জুল হজ্জের চাঁদ ২৯ জুল কদ তারিখে উদিত হওয়ার বিষয়ে সংবাদ না পৌঁছে, এক বা দুইদিন পর তারা জানতে পারে, তবে সেখানকার মানুষ সেই সময় থেকেই এই আদেশ মেনে চলবে যখন তারা চাঁদ উদিত হওয়ার সংবাদ পাবে।

প্রশ্ন: এক ব্যক্তি হুযুরকে পত্রযোগে প্রশ্ন করেন যে, হযরত এহিয়া এবং হযরত যাকারিয়া (আ.)কে কি হত্যা করা হয়েছিল, নাকি হত্যা বলতে তাদের আনীত বাণীর হত্যাকে বোঝানো হয়েছে?

হুযুর আনোয়ার এ বিষয়ে ১১ই আগস্ট, ২০২০ তারিখের চিঠিতে লেখেন-হযরত এহিয়া এবং হযরত যাকারিয়া (আ.)-এর হত্যার বিষয়ে যেভাবে জীবনিগ্রন্থসমূহে এবং অতীতের উলেমাদের মতবাদের মধ্যে মতানৈক্য পাওয়া যায়, অনুরূপভাবে জামাতেও এ বিষয়ে কুরআনের আয়াত দ্বারা প্রমাণ এবং হাদীসের ব্যাখ্যার আলোকে আহমদীয়াতের খলীফাদের মধ্যে মতান্তর রয়েছে। আমি হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) মতামতকে সমর্থন করি। আর কুরআন করীম, আঁ হযরত (সা.)-এর হাদীস এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর উক্তির আলোকে আমার অবস্থান হল, যে কোনও ধারার প্রথম ও শেষ নবী বা যে নবী সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি রয়েছে যে আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে মানুষের হস্তক্ষেপ থেকে রক্ষা করবেন- তারা নিহত হতে পারেন না। তাঁদের ছাড়া অন্যান্য নবীদের জন্য নিহত হওয়া দোষের কিছু নয়। এতে নবীর মর্যাদা হানি হয় না। কেননা, নিহত হওয়াও এক প্রকারের শাহাদত। তবে ব্যর্থ হয়ে নিহত হওয়া নবীর মর্যাদার পরিপন্থী। অতএব, একজন নবী যখন তার কাজ পুরো করে স্বাভাবিক মৃত্যু বরণ করে বা কারো হাতে শহীদ হয়, তখন তাতে অসুবিধের কিছু নেই। কেননা, সফলতার মৃত্যুতে আশ্চর্যের কিছু নেই আর এতে শত্রুও আনন্দিত হয় না।

অতএব, হযরত এহিয়া এবং যাকারিয়া কোন ধারার প্রথম বা শেষ নবী ছিলেন না, আর তাদের সম্পর্কে খোদা তা'লার এমন কোনও প্রতিশ্রুতিরও উল্লেখ পাওয়া যায় না যে তাদেরকে শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করা হবে। অনুরূপভাবে আমাদের বিশ্বাস, যখন আম্বিয়াগণ শাহাদত বরণ করেন, তখন তারা অবশ্যই নিজেদের সেই দায়িত্ব যথাযথভাবে পুরো করে যান যা আল্লাহ্ তা'লা তাদের উপর ন্যস্ত করে ছিলেন।

প্রশ্ন: নিকাহ ও তালাক সংক্রান্ত কতিপয় প্রশ্ন নিয়ে এক ভদ্রমহিলা হুযুর আনোয়ারকে পত্র লিখে সে বিষয়ে দিক-নির্দেশনা চান। হুযুর আনোয়ার (আই.) ১৭ই আগস্ট, ২০২০ তারিখের চিঠিতে লেখেন-

১) তালাক অথবা খুলার জন্য উভয় পক্ষের সম্মতি বা এর জন্য সাক্ষ্যদের উপস্থিতি অনিবার্য নয়। কিন্তু নিকাহ সম্পাদনের জন্য এই দুটি আবশ্যিক। কারণ, নিকাহ উভয় পক্ষের মধ্যে একটি চুক্তি যার জন্য উভয় পক্ষ এবং মেয়ের অভিভাবকের সম্মতি এবং সাক্ষীর উপস্থিতি আবশ্যক। এছাড়াও এই চুক্তির ঘোষণা করারও আদেশ দেওয়া হয়েছে।

অপরদিকে ইসলাম উভয়পক্ষকেই নিকাহর চুক্তিতে ইতি টানার অধিকার দিয়েছে, যাকে ইসলামি পরিভাষায় খুলা ও তালাক বলা হয়। যেভাবে মেয়েরা নিজে থেকে নিকাহ করতে পারে না, বরং নিজের অভিভাবকের মাধ্যমে তারা নিকাহ করে, অনুরূপভাবে খুলা নেওয়ার অধিকার প্রয়োগ করতে গেলে তাদেরকে কাজী বা প্রশাসকের দ্বারস্থ হতে হয়, যাতে খুলা হওয়ার পরিস্থিতিতে মহিলার অধিকারসমূহ সুরক্ষিত থাকতে পারে। অপরদিকে পুরুষরা যেভাবে নিজের নিকাহ নিজেই স্বেচ্ছায় করতে পারে, অনুরূপভাবে তালাকের অধিকার প্রয়োগের বিষয়েও সে স্বাধীন। কেননা তালাকের পরিস্থিতিতে স্ত্রীর প্রাপ্য অধিকারগুলি দেওয়া স্বামীর জন্য আবশ্যক। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) খুলা এবং তালাকের দর্শন বর্ণনা করে বলেন-

"স্ত্রীর মধ্যে কোনও অসৎ গুণ বা দ্বিচারিতা দেখলে তাকে তালাক দেওয়ার অধিকার ইসলাম শুধু পুরুষদেরকেই দেয় নি, বরং প্রশাসকের সাহায্য নিয়ে তালাক নেওয়ার অধিকার নারীকেও দেওয়া হয়েছে যাকে ইসলামী পরিভাষায় খুলা বলা হয়। নারীর দৃষ্টিতে পুরুষ যখন অত্যাচারী হয়ে ওঠে বা তাকে অন্যায়ভাবে মারধর করে বা অসহনীয় দুর্ব্যবহার করে বা অন্য কোনও কারণে অসামঞ্জস্য তৈরী হয় বা পুরুষ যদি নপুংসক হয় বা ধর্ম পরিবর্তন করে অথবা এমনই কোনও কারণ দেখা দেয় যার কারণে মহিলার সেই পরিবারে বাস করা দুর্বিষহ হয়ে পড়ে, তবে সেই সব পরিস্থিতিতে মহিলা বা তার কোনও অভিভাবকের উচিত প্রশাসকের কাছে অভিযোগ জানানো। আর মহিলার অভিযোগ সঠিক বলে মনে হলে প্রশাসকের উচিত হবে মহিলাকে সেই পুরুষের নিকাহ বন্ধন

এরপর ৮এর পাতায়....

জুমআর খুতবা

ইবনে আবি কোহাফার অর্থাৎ হযরত আবু বকরের উপমা ফিরিশতাদের মাঝে মিকাইলের ন্যায়। আঁ হযরত (সা.)-এর মহা মর্যাদাবান সাহাবী খলীফায়ে রাশেদ সিদ্দীকে আকবার হযরত আবু বাকার সিদ্দীক (রা.)-এর পবিত্র জীবনালেখ্য।

বনু কুরাইযার যুদ্ধ, হুদাইবিয়ার সন্ধি, নাজাদ অভিযান এবং মক্কা বিজয়ের বর্ণনা।

দেখ উমর! নিজেকে নিয়ন্ত্রণ কর। রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর হাতে যে হাত রেখেছ সে বাঁধন দুর্বল হতে দিও না। কেননা খোদার কসম! যে ব্যক্তির হাতে আমরা হাত রেখেছি নিশ্চয়ই তিনি সত্য। (সিদ্দীকে আকবর)

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ৪ ফেব্রুয়ারী, ২০২২, এর জুমুআর খুতবা (৪ তবলীগ, ১৪০১ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:বর্তমানে আবু বকর (রা.)'র স্মৃতিচারণ করা হচ্ছে। কতিপয় যুদ্ধাভিযানের বিষয়েও উল্লেখ করা হয়েছিল। একটি যুদ্ধাভিযানের নাম ছিল 'গাযওয়ায়ে বনু কুরায়যা' (তথা বনু কুরায়যার অভিযান)। ওয়াকদী বনু কুরায়যার অভিযানে অংশগ্রহণকারী সদস্যদের নাম উল্লেখ করেছেন। তদনুযায়ী বনু তায়েম গোত্র থেকে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) এবং হযরত তালহা বিন উবায়দিল্লাহ্ (রা.) বনু কুরায়যার যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছেন।

(কিতাবুল মাগাযি, লিল ওয়াকাদি, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪)

হযরত আব্দুর রহমান বিন গানাম (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) যখন বনু কুরায়যার দিকে রওয়ানা হন তখন হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত উমর (রা.) মহানবী (সা.)-এর সমীপে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! মানুষ যদি আপনাকে জাগতিক জাঁকজমকপূর্ণ পোশাকে দেখে তাহলে তাদের হৃদয়ে ইসলাম গ্রহণ করার আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পাবে। তাই আপনি 'গুল্লা' অর্থাৎ সেই সুন্দর পোশাকটি পরিধান করুন যেটি হযরত সা'দ বিন উবাদা (রা.) আপনাকে উপঢৌকনস্বরূপ উপস্থাপন করেছিলেন। মহানবী (সা.) সেটি পরিধান করেন যেন মুশরিকরা তাঁকে (সা.) সুন্দর পোশাকে দেখে। তিনি (সা.) বলেন, আমি অবশ্যই তা পরিধান করব এবং আল্লাহ্র শপথ, তোমরা উভয়ে যদি আমার জন্য কোন বিষয়ে একমত হও সেক্ষেত্রে আমি তোমাদের পরামর্শের অন্যথা করি না আর আমার প্রভু আমার জন্য তোমাদের উদাহরণ তেমনই বর্ণনা করেছেন যেরূপ ফিরিশতাদের মাঝে জিবরাইল এবং মিকাইলের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। আর ইবনে খাত্তাবের যতটুকু সম্পর্ক, তার উপমা ফিরিশতাদের মাঝে জিবরাইলের ন্যায়। আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক উম্মতকে জিবরাইলের মাধ্যমে ধ্বংস করেছেন এবং তার উপমা নবীদের মাঝে নূহ্ (আ.)-এর ন্যায়, যখন তিনি বলেছিলেন, رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ دَيَّارًا অর্থাৎ, হে আমার প্রভু! তুমি পৃথিবীতে কোন কাফিরের অস্তিত্ব রেখ না। (নূহ: ২৭) আর ইবনে আবি কোহাফার অর্থাৎ হযরত আবু বকরের উপমা ফিরিশতাদের মাঝে মিকাইলের ন্যায়, যখন সে পৃথিবীতে বসবাসকারীদের জন্য ক্ষমা যাচনা করে এবং নবীদের মাঝে তার উপমা হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর ন্যায়, যখন তিনি বলেছিলেন فَمَنْ تَبِعَنِيْ فَإِنَّهُ مِنِّيْ وَمَنْ عَصَانِيْ فَإِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (সূরা ইব্রাহীম: ৩৭) অর্থাৎ যে আমার আনুগত্য করল সে সুনিশ্চিতভাবে আমার দলভুক্ত আর যে আমার অবাধ্যতা করল, সেক্ষেত্রে (হে আল্লাহ্!) তুমি অতীব ক্ষমাশীল এবং বার বার দয়াকারী। তিনি (সা.) বলেন, তোমরা উভয়ে আমার জন্য কোন একটি বিষয়ে একমত হলে আমি উক্ত পরামর্শের বিপরীত কিছু করব না, কিন্তু পরামর্শে র ক্ষেত্রে তোমাদের অবস্থা ভিন্ন ভিন্ন যেমনটি কিনা জিবরাইল, মিকাইল এবং নূহ ও ইবরাহীমের উদাহরণ।

(কুনযুল উম্মাল, ৭ম খণ্ড, পৃ: ১০, রেওয়াতে নম্বর-২৬১৩২)

মহানবী (সা.)-এর বনু কুরায়যা অবরোধ বিষয়ক একটি রেওয়ায়েত রয়েছে। আয়েশা বিনতে সা'দ নিজ পিতার বরাতে বর্ণনা করেন, তিনি (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) আমাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, হে সা'দ, সম্মুখে অগ্রসর হও এবং তাদের ওপর তির নিক্ষেপ কর। আমি এতটা অগ্রসর হই যেন তারা আমার তিরের নাগালে এসে যায়। আমার কাছে পঞ্চাশের অধিক তির ছিল যা আমি কয়েক মুহূর্তের ভিতর নিক্ষেপ করি, আমাদের তির যেন পঙ্গপালের ন্যায় ছিল। ফলে তারা দুর্গের অভ্যন্তরে ঢুকে যায় এবং তাদের কেউ আর বাইরে উঁকি দিয়ে দেখছিল না। আমার তির ফুরিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা হয়। তাই আমি কিছু তির নিক্ষেপ করি, কিছু সংরক্ষিত রাখি।

হযরত কা'ব বিন আমর ম'যানী একজন দক্ষ তিরন্দাজ ছিলেন। তিনি বলেন, সেদিন আমি আমার তূণে যতগুলো তির ছিল তা সবই নিক্ষেপ করছিলাম, এভাবে যখন রাতের কিছু অংশ পেরিয়ে যায় তখন আমরা তাদের ওপর তির নিক্ষেপ বন্ধ করি। তিনি বলেন, আমাদের তিরন্দাজি করা হয়ে গিয়েছিল; মহানবী (সা.) ঘোড়ায় আরোহিত ছিলেন এবং অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত ছিলেন এবং তাঁর (সা.) চারপাশে অশ্বারোহীরা ছিল। এরপর তাঁর (সা.) নির্দেশে আমরা সবাই নিজ নিজ অবস্থানস্থলে ফিরে আসি এবং সেখানে রাত্রিযাপন করি। আমাদের খাবার হিসেবে ছিল হযরত সা'দ বিন উবাদা প্রেরিত খেজুর, আর সেই খেজুর যথেষ্ট পরিমাণ ছিল। আমরা সেই খেজুর খেয়ে রাত অতিবাহিত করি। মহানবী (সা.), হযরত আবু বকর (রা.) ও হযরত উমর (রা.)-কেও খেজুর খেতে দেখা যায়। মহানবী (সা.)তখন বলছিলেন, খেজুর কতই না উত্তম খাবার!

(কিতাবুল মাগাযি লিল ওয়াকদি, ২য় খণ্ড, পৃ: ৬, গাযওয়ানে বানু কুরাইযা)

হযরত সা'দ বিন মু'আয (রা.) যখন বনু কুরায়যার বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করেন, তখন রসূলুল্লাহ্ (সা.) তার প্রশংসা করেন এবং বলেন, তুমি আল্লাহ্র নির্দেশ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত প্রদান করেছ। তখন হযরত সা'দ দোয়া করেন যে, হে আল্লাহ্! তুমি যদি কুরাইশদের সাথে মহানবী (সা.)-এর আরও কোন যুদ্ধ নির্ধারিত রেখে থাক, তবে তুমি সেটির জন্য আমাকে জীবিত রাখ। আর যদি তুমি মহানবী (সা.) ও কুরাইশদের মাঝে যুদ্ধের সমাপ্তি করে দিয়ে থাক, তবে আমাকে মৃত্যু দান কর। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বর্ণনা করেন, তার ক্ষত খুলে যায় অথচ তিনি সুস্থ হয়ে গিয়েছিলেন এবং সেই ক্ষতের সামান্য চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট ছিল। তিনি (রা.) নিজ তাঁবুতে ফিরে আসেন যা রসূলুল্লাহ্ (সা.) তার জন্য টানানোর ব্যবস্থা করেছিলেন। হযরত আয়েশা বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.), হযরত আবু বকর (রা.) ও হযরত উমর (রা.) তার কাছে যান। হযরত আয়েশা বলেন, সেই সত্তার নামে শপথ করে বলছি যার হাতে মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রাণ, আমি হযরত উমর (রা.)-এর কান্নার শব্দ হযরত আবু বকর (রা.)-এর কান্নার শব্দ থেকে আলাদাভাবে চিনতে পারছিলাম আর তখন আমি আমার নিজের কক্ষে ছিলাম। [অর্থাৎ হযরত সা'দ (রা.) যখন জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন, তখন তারা দু'জন কাঁদছিলেন।] আমি আমার কক্ষে ছিলাম, আর তাদের বাস্তব অবস্থাতেমনই ছিল, যেমনটি আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন অর্থাৎ, ***'রুহামাউ বায়নাহুম'*** (আল ফাতাহ: ৩০) বা তারা পরস্পরের প্রতি গভীর ভালোবাসা ও আন্তরিকতা রাখে।

(মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ৮ম খণ্ড, পৃ: ২৫৬-২৫৯)

হুদায়বিয়ার সন্ধি সম্পর্কে লিখিত আছে, যেমনটি পূর্বের খুতবাসমূহেও উল্লেখ করা হয়েছে, মহানবী (সা.) একটি স্বপ্ন দেখেন যে, তিনি (সা.) সাহাবীদেরকে সাথে নিয়ে বায়তুল্লাহ্ প্রদক্ষিণ করছেন। এই স্বপ্নের ভিত্তিতে মহানবী (সা.) চৌদ্দশ' সাহাবীর একটি দলসহ ৬ষ্ঠ হিজরির

জিলকদ মাসের প্রথমদিকে এক সোমবার সকালে উমরা পালনের উদ্দেশ্যে মদিনা থেকে যাত্রা করেন।

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ৭৪৯-৭৫০)

মহানবী (সা.) যখন জানতে পারেন যে, মক্কার কাফিররা তাঁকে (সা.) মক্কায় প্রবেশে বাধা দিতে পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে, তখন তিনি (সা.) সাহাবীদের কাছে পরামর্শ চান। হযরত আবু বকর পরামর্শ দিতে গিয়ে নিবেদন করেন, 'হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমরা তো কেবল উমরা পালনের জন্য এসেছি, আমরা কারো সাথে যুদ্ধ করতে আসি নি। আমার অভিমত হলো, আমরা আমাদের গন্তব্যের দিকে অগ্রসর হতে থাকি; যদি কেউ আমাদেরকে বায়তুল্লাহ্ শরীফে যেতে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে, তবে আমরা তার সাথে যুদ্ধ করব।'
(সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৩৭, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বেইরুত)

হুদায়বিয়া সন্ধির সময় কুরাইশদের পক্ষ থেকে যখন দ্বিপাক্ষিক আলোচনার জন্য প্রতিনিধি দল আসতে আরম্ভ করে, তখন উরওয়া আসে এবং মহানবী (সা.)-এর সাথে আলাপ-আলোচনা শুরু করে। উরওয়া বলে, 'মুহাম্মদ! [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম]। বল দেখি, যদি তুমি নিজ জাতিকে একদম নিশ্চিহ্ন করে দাও, তাহলে (বল,) তুমি আরবদের মধ্যে কারো ব্যাপারে শুনেছ কি যে তোমার পূর্বে আপনজনদেরকেই ধ্বংস করেছে? আর ব্যাপার যদি ভিন্ন হয়, অর্থাৎ কুরাইশরা যদি বিজয় লাভ করে তবে আল্লাহ্'র কসম! তোমার সঙ্গীসাথি যারা এদিক-সেদিক হতে একত্রিত হয়েছে, আমি তাদের চেহারা দেখছি; তারা পলায়ন করবে এবং তোমাকে পরিত্যাগ করবে। একথা শোনার পর হযরত আবু বকর (রা.) উরওয়া বিন মাসউদ-কে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় বলেন, যাও, যাও, গিয়ে তোমাদের প্রতিমা লাত-কে চুমু দিতে থাক [অর্থাৎ তার পূজা কর]। একথা শুনে উরওয়া জিজ্ঞেস করে, এই ব্যক্তি কে? লোকজন বলে, আবু বকর। উরওয়া বলে, দেখ, সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ। যদি আমার প্রতি তোমার একটি অনুগ্রহ না থাকতো, যার প্রতিদান আমি এখনও তোমাকে দিই নি, তবে আমি তোমাকে এর জবাব দিতাম। হযরত আবু বকর (রা.)-এর অনুগ্রহ যা ছিল তাহলো, একটি বিষয়ে উরওয়া'র ওপর যখন রক্তপণ ধার্য হয় তখন হযরত আবু বকর (রা.) দশটি গর্ভবতী উটনী দিয়ে তাকে সাহায্য করেছিলেন। যাহোক একথা বলে উরওয়া মহানবী (সা.)-এর সাথে কথা বলা আরম্ভ করে।

হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় মহানবী (সা.)-এর সাথে কুরাইশদের চুক্তি হচ্ছিল। হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) বলতেন, আমি মহানবী (সা.)-এর নিকট যাই এবং বলি, আপনি কি সত্যি সত্যি আল্লাহ্'র নবী নন? তিনি (সা.) বলেন, কেন নয়? আমি বলি, আমরা কি সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত নই এবং আমাদের শত্রুরা মিথ্যার ওপর [প্রতিষ্ঠিত নয়]? তিনি (সা.) বলেন, কেন নয়? আমি নিবেদন করি, তাহলে আমরা আমাদের ধর্মের জন্য অসম্মানজনক শর্ত কেন মানব? তিনি (সা.) বলেন, আমি আল্লাহ্'র রসূল এবং আমি তাঁর অবাধ্যতা করব না। তিনি আমাকে সাহায্য করবেন। [অর্থাৎ আমি যদি শর্ত মেনে নিয়ে থাকি তবে এটি আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশের অবাধ্যতা নয়।] তিনি (সা.) বলেন, তিনি [তথা আল্লাহ্] আমায় সাহায্য করবেন। আমি বলি অর্থাৎ হযরত উমর বলেন, আপনি কি আমাদেরকে বলতেন না যে, আমরা অতি শীঘ্রই বায়তুল্লাহ্ তথা আল্লাহ্'র ঘরে যাব এবং তার তাওয়াফ করব। তিনি (সা.) বলেন, নিঃসন্দেহে আমি বলেছিলাম। আর আমি কি তোমায় এটি বলেছিলাম যে, আমরা এ বছরই বায়তুল্লাহ্ পৌঁছে যাব? হযরত উমর (রা.) বলতেন, আমি বলি, না। মহানবী (সা.) বলেন,আমি তো একথা বলি নি যে, আমরা এ বছরই বায়তুল্লাহ্ যাব। মহানবী (সা.) বলেন, তাহলে বায়তুল্লাহ্ অবশ্যই পৌঁছবে এবং তাওয়াফও করবে। হযরত উমর (রা.) বলতেন, একথা শুনে আমি হযরত আবু বকর (রা.)-এর নিকট আসি এবং আমি জিজ্ঞেস করি, হে আবু বকর (রা.)! মহানবী (সা.) কি সত্যিকার অর্থে আল্লাহ্'র নবী নন? তিনি (রা.) বলেন, কেন নয়! আমি জিজ্ঞেস করি, আমরা কি সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত নই এবং আমাদের শত্রুরা মিথ্যার ওপর? তিনি (রা.) বলেন, কেন নয়! আমি বলি, (তাহলে) আমরা আমাদের ধর্মের জন্য অবমাননাকর শর্ত কেন মানব? তখন হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, হে খোদার বান্দা! নিঃসন্দেহে মহানবী (সা.) আল্লাহ্'র রসূল এবং রসূল কখনো নিজ প্রভুর অবাধ্যতা করে নাআর আল্লাহ্ অবশ্যই তঁ াকে সাহায্য করবেন। প্রায় সেই শব্দই হযরত আবু বকর (রা.) পুনরাবৃত্তি করেছেন যা মহানবী (সা.) বলেছিলেন। এরপর হযরত আবু বকর (রা.) হযরত উমর (রা.)-কে বলেন, মহানবী (সা.) কর্তৃক কৃত সন্ধি দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে থাক। আল্লাহ্'র শপথ, তিনি (সা.) অবশ্যই সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। হযরত উমর (রা.) বলেন, আমি বলি, তিনি (সা.) কি আমাদেরকে বলতেন না যে, আমরা অবশ্যই বায়তুল্লাহ্ যাব এবং তাওয়াফ করব? হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, নিঃসন্দেহে। (তিনি আরো বলেন,) মহানবী (সা.) কি এটি বলেছিলেন যে, তুমি এবছরই সেখানে যাবে? হযরত উমর (রা.) বলেন, তখন আমি বলি, না (এমনটি বলেন নি)। তখন হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, তাহলে নিশ্চয় তুমি সেখানে যাবে এবং অবশ্যই তা তাওয়াফ করবে। যুহরী বলেন অর্থাৎ এই ঘটনা বর্ণনাকারী বলেন, হযরত উমর (রা.) বলতেন, আমি এই ভুলের কারণে প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ বেশ কয়েকটি পুণ্যকর্ম করেছি। এটি বুখারী শরীফ থেকে নেওয়া হয়েছে।

(সহী বুখারী, কিতাবুশ শুরুত, বাবুশ শুরুতি ফিল জিহাদ, হাদীস-২৭৩১-২৭৩২) (উমদাতুল ক্বারী, খণ্ড-১৪, পৃ: ১৬)

এই হুদায়বিয়ার সন্ধির বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লিখেন, উরওয়া মহানবী (সা.)-এর কাছে এসে তাঁর সাথে আলোচনা আরম্ভ করে। মহানবী (সা.) তার সামনেও সেই একই বক্তব্য উপস্থাপন করেন যা ইতিপূর্বে তিনি বুদায়েল বিন ওয়ারাকার সামনে উপস্থাপন করেছিলেন। উরওয়া নীতিগতভাবে মহানবী (সা.)-এর সাথে সহমত ছিল। কিন্তু কুরাইশদের দূতের দায়িত্ব পালন এবং তাদের পক্ষে বেশি বেশি শর্ত মানানোর উদ্দেশ্যে বলে উঠে, হে মুহাম্মদ (সা.)! আপনি যদি এই যুদ্ধে আপনার জাতিকে ধূলিসাৎ করেন তাহলে কি আপনি আরবদের মাঝে এমন কোন ব্যক্তির নাম শুনেছেন, যে আপনার পূর্বে এমন অত্যাচার করেছে? কিন্তু পরিস্থিতি যদি উল্টো হয়, অর্থাৎ কুরাইশরা যদি বিজয়ী হয় তাহলে খোদার কসম, আপনার আশেপাশে আমি এমন চেহারা দেখছি যারা পলায়ন করতে সময় নিবে না আর এসব লোক আপনার সঙ্গ পরিত্যাগ করবে। হযরত আবু বকর (রা.) তখন মহানবী (সা.)-এর পাশেই বসেছিলেন। উরওয়ার এমন কথা শুনে তিনি (রা.) রাগে ফেটে পড়েন এবং বলে উঠেন, যাও যাও, আর গিয়ে লাতকে চুম্বন করতে থাক। আমরা কি আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)-কে পরিত্যাগ করব? 'লাত' প্রতিমাটি ছিল বনু সাকীফ গোত্রের একটি বিখ্যাত প্রতিমা। হযরত আবু বকর (রা.)-এর বলার উদ্দেশ্য ছিল, তোমরা হলে প্রতিমাপূজারি আর আমরা হলাম খোদাভক্ত। এমনটি হওয়াও কি সম্ভব যে, প্রতিমার জন্য তোমরা ধৈর্য ও দৃঢ়তা প্রদর্শন করবে অথচ আমরা আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনা সত্ত্বেও রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে পরিত্যাগ করে পলায়ন করব? একথা শুনে, উরওয়া অগ্নিশর্মা হয়ে জিজ্ঞেস করে, কে এই ব্যক্তি যে এভাবে আমার কথার ওপর কথা বলছে? তখন লোকেরা বলে, ইনি আবু বকর। হযরত আবু বকর (রা.)-এর নাম শুনতেই উরওয়ার চোখ দুটি লজ্জাবনত হয়ে যায় আর সে বলে, হে আবু বকর! আমার প্রতি যদি তোমার বড় একটি অনুগ্রহ না থাকত [এখানেও সেকথার উল্লেখ করে, অর্থাৎ হযরত আবু বকর (রা.) একবার ঋণ পরিশোধ করে উরওয়ার জীবন বাঁচিয়ে ছিলেন।] তাহলে খোদার কসম! এখনই আমি তোমাকে বলতাম, এমন কথার উত্তর কীভাবে দিতে হয় যা তুমি বলেছ।

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ৭৫৬-৭৫৭)

বুখারী শরীফের একটি রেওয়ায়েতে উল্লেখ রয়েছে যে, হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় মহানবী (সা.)-এর সাথে কুরাইশদের চুক্তি সম্পাদিত হচ্ছিল এবং শর্তগুলো নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল। এমন সময় হযরত আবু জন্দল যে সোহেল বিন আমরের ছেলে ছিল শিকল জড়ানো অবস্থায় টলতে টলতে আসেন। সোহেল বিন আমর মক্কার প্রতিনিধি হয়ে এসেছিল।সে তাকে ফেরত পাঠানোর দাবি করে। ফলে মহানবী (সা.) তাকে কুরাইশদের কাছে ফেরত পাঠিয়ে দেন।

(সহী বুখারী, কিতাবুশ শুরুত, বাবুশ শুরুতি ফিল জিহাদ ওয়াল মুসালাহা, হাদীস নম্বর- ২৭৩১-২৭৩২)

এ ঘটনার কিছু বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেছেন হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) আর তাতে সেই ঘটনারও উল্লেখ রয়েছে যেটি হযরত উমর (রা.) মহানবী (সা.)-এর সাথে বাদানুবাদ করার সময় ঘটিয়েছিলেন। অর্থাৎ (তিনি বলেন,) আপনি যদি আল্লাহ্ তা'লার সত্যিকার নবী হয়ে থাকেন তাহলে আমরা ঝুঁকবো কেন? যাহোক এর বিবরণ হলো- অর্থাৎ আবু জন্দলকে কষ্ট দেওয়া হচ্ছিল দেখে হযরত উমর (রা.) এসব কথা বলেন।

"মুসলমানরা আবু জন্দলকে কষ্ট দেয়ার এসব ঘটনা দেখছিলেন এবং ধর্মীয় আত্মাভিমানের কারণে তাদের চোখ রক্তিম হয়ে যায় কিন্তু মহানবী (সা.)-এর সামনে তারা ভয়ে চুপ ছিলেন। অবশেষে হযরত উমর (রা.) আর সহ্য করতে পারেন নি। তিনি মহানবী (সা.)-এর নিকট আসেন এবং কম্পমান কণ্ঠে বলেন, আপনি কি খোদার সত্য রসূল নন? উত্তরে মহানবী (সা.) বলেন, হঁ্যা! অবশ্যই। তখন উমর (রা.) বলেন, আমরা কি সত্যের ওপর নই আর আমাদের শত্রুরা কি মিথ্যার পূজারী নয়? জবাবে মহানবী (সা.) বলেন, হ্যাঁ হ্যাঁ! অবশ্যই এমন। তখন হযরত উমর (রা.)

বলেন, তাহলে কেন আমর া আমাদের সত্য ধর্মের বিষয়ে এই লাঞ্ছনা সহ্য করব? হযরত উমর (রা.)'র অবস্থা দেখে মহানবী (সা.) সংক্ষিপ্ত ভাষায় বলেন, দেখ উমর! আমি আল্লাহ্‌র রসূল এবং আমি আল্লাহ্‌র অভিপ্রায় সম্পর্কে অবগত, তাই আমি এর বিরুদ্ধে যেতে পারি না আর তিনিই আমার সাহায্যকারী। কিন্তু হযরত উমর (রা.)'র প্রকৃতিগত উত্তেজনা ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে। তিনি বলতে থাকেন, আপনি কি আমাদেরকে এটি বলেন নি যে, আমরা বায়তুল্লাহ্ প্রদক্ষিণ করব? তিনি (সা.) বলেন, হ্যা! আমি অবশ্যই বলেছিলাম, কিন্তু আমি কি কখনো একথা বলেছিলাম যে, এই তওয়াফ এ বছরই হবে? উমর (রা.) বলেন, না, এমনটি তো বলেন নি। তিনি (সা.) বলেন, তাহলে অপেক্ষা কর। ইনশাআল্লাহ্ তোমরা অবশ্যই মক্কায় প্রবেশ করবে এবং কাবা শরীফের তওয়াফ করবে। কিন্তু এই উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতিতে হযরত উমর (রা.) আশ্বস্তনি। কিন্তু মহানবী (সা.)-এর যেহেতু বিশেষ প্রভাব ছিল তাই হযরত উমর (রা.) সেখান থেকে সরে গিয়ে হযরত আবু বকর (রা.)'র কাছে আসেন এবং তঁ ার সাথেও এ ধরণের উত্তেজনাপূর্ণ কথা বলেন। হযরত আবু বকর (রা.)ও একই ধরণের জবাব দেন, আরপাশাপাশি উপদেশ স্বরূপ বলেন, দেখ উমর! নিজেকে নিয়ন্ত্রণ কর। রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর হাতে যে হাত রেখেছ সে বাঁধন দুর্বল হতে দিও না। কেননা খোদার কসম! যে ব্যক্তির হাতে আমরা হাত রেখেছি নিশ্চয়ই তিনি সত্য।

হযরত উমর (রা.) বলেন, তখন তো আমি উত্তেজনার বশে এসব কথা বলেছি, কিন্তু পরবতীতে আমার গভীর অনুতাপ হয় এবং তওবা স্বরূপ আমি এই দুর্বলতার কলঙ্ক মোছার জন্য অনেক নফল ইবাদত করেছি। অর্থাৎ সদকা দিয়েছি, রোযা রেখেছি, নফল নামায পড়েছি এবং দাস মুক্ত করেছি যেন আমার এই গ্লানি দূর হয়ে যায়।"

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ৭৬৭-৭৬৮)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) হুদায়বিয়ার সন্ধির ঘটনাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, মহানবী (সা.) যখন বায়তুল্লাহ্ প্রদক্ষিণের জন্য যান তখন মক্কার কাফিররা সংবাদ পেয়ে তাদের এক নেতাকে তাঁর কাছে পাঠায় একথা বলার জন্য যে, তিনি যেন এ বছর বায়তুল্লাহ্ তওয়াফের জন্য না আসেন। সেই নেতা তাঁর (সা.) কাছে পৌঁছে আর আলোচনা আরম্ভ করে। কথা বলার সময় সে মহানবী (সা.)-এর পবিত্র দাড়িতে হাত বুলিয়ে বলে, এ বছর আপনি কাবা শরীফ তওয়াফ না করে পরবতী কোন বছর পর্যন্ত স্থগিত করে দিন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, এশিয়ার লোকদের মধ্যে রীতি হলো, তারা যখন কাউকে কোন কথা মানাতে চায় তখন মিনতি স্বরূপ অন্যজনের দাড়িতে হাত স্পর্শ করে অথবা নিজের দাড়িতে হাত বুলিয়ে বলে, দেখ! আমি বয়স্ক মানুষ এবং জাতির নেতা, আমার কথা মেনে নাও। সুতরাং সেই নেতাও মিনতি স্বরূপ মহানবী (সা.)-এর পবিত্র শ্মশ্রু স্পর্শ করে। এই (দৃশ্য) দেখে এক সাহাবী সামনে এগিয়ে এসে নিজ তরবারির হাতল মেরে সেই নেতাকে বলেন, তোমার অপবিত্র হাত দূরে সরাও। তখন সেই নেতা তরবারির হাতল দ্বারা আঘাতকারী ব্যক্তিকে বলে, তুমি কি সেই ব্যক্তি যার প্র তি আমি অমুক সময় অনুগ্রহ করেছিলাম। একথা শুনে সেই সাহাবী নীরব হয়ে পেছনে সরে যান। সেই নেতা পুনরায় মিনতি স্বরূপ মহানবী (সা.)-এর দাড়িতে হাত লাগায়। সাহাবীরা বলেন, এই নেতার এভাবে হাত লাগানো দেখে আমাদের খুব রাগ হচ্ছিল, কিন্তু সেই সময় এমন কোন ব্যক্তি আমাদের চোখে পড়ছিল না যার প্রতি সেই নেতার কোন অনুগ্রহ নেই। তখন আমরা চাচ্ছিলাম যে, যদি আমাদের মধ্যে এমন কেউ থাকত যার প্রতি এই নেতার কোন অনুগ্রহ নেই। এমন সময় আমাদের মধ্যে থেকে এক ব্যক্তি সামনে অগ্রসর হন যিনি আপাদমস্তক শিরস্ত্রাণ ও বর্মাবৃত ছিলেন আর চরম উত্তেজিত কণ্ঠে সেই নেতাকে সম্বোধন করে বলেন, (দাড়ি থেকে) তোমার অপবিত্র হাত সরিয়ে নাও। তিনি ছিলেন হযরত আবু বকর (রা.), যিনি একথা বলেছিলেন। সেই নেতা তাকে চিনতে পেরে বলে, হ্যা! আমি তোমাকে কিছুই বলতে পারব না, কেননা তোমার প্রতি আমার কোন অনুগ্রহ নেই। (আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড- ১৮, পৃ: ৫৬০)

৬ষ্ঠ হিজরী সনের যিলক্বদ মাসে হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় যখন সন্ধিচুক্তি লেখা হয়েছিল তখন এই সন্ধিচুক্তির মোট দু 'টি অনুলিপি প্রস্তুত করা হয় এবং সাক্ষী হিসেবে দুই পক্ষের বেশ কয়েকজন সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ তাতে স্বাক্ষর করেন। মুসলমানদের পক্ষে স্বাক্ষর প্রদানকারীরা হলেন, হযরত আবু বকর (রা.) হযরত উমর, হযরত উসমান, হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ, হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস এবং হযরত উবায়দাহ্ বিন জার্‌রাহর (রা.)। (সীরাত খাতামান্ নবীঈন . পৃ: ৭৬৯

হযরত আবু বকর (রা.) বলতেন, ইসলামের ইতিহাসে হুদায়বিয়ার সন্ধির চেয়ে বড় আর কোন বিজয় নেই।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৬৪)

বনু ফাযারাভিমুখে হযরত আবু বকর (রা.)'র অভিযান: এ প্রসঙ্গে লেখা আছে যে, এই অভিযানটি ৬ষ্ঠ হিজরীতে সংঘটিত হয়। বনু ফাযারা গোত্র নজদ ও কুরা উপত্যকায় বসবাস করত।

(ফারহাঙ্গে সীরাত, পৃ: ৬৪, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বেরুত)

তাবাকুতুল কুবরা এবং সীরাতে ইবনে হিশামে লেখা আছে, এই অভিযানটি হযরত যায়েদ বিন হারেসার নেতৃত্বে পাঠানো হয়েছিল।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা, ২য় ভাগ, পৃ: ৬৯) (আস সীরাতুন নাবুয়াত লি ইবনে হিশাম, পৃ: ৮৭৫, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া)

কিন্তু সহীহ্ মুসলিম ও সুনান আবু দাউদের হাদীস হতে জানা যায় যে, মহানবী (সা.) হযরত আবু বকর (রা.)-কে উক্ত অভিযানের আমীর নিযুক্ত করেছিলেন। যেমন সহীহ্ মুসলিমের রেওয়ায়েতে আছে যে, আয়াস বিন সারমা বর্ণনা করেন, আমার কাছে আমার পিতা বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমরা ফাযারা গোত্রের সাথে যুদ্ধ করেছি আর সে সময় আমাদের আমীর ছিলেন হযরত আবু বকর (রা.)। মহানবী (সা.) তাঁকে আমাদের আমীর নিযুক্ত করেছিলেন।

(সহী মুসলিম, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস সিয়ার, হাদীস-৪৫৭৩) (সুনাব আবু দাউদ, কিতাবুল জিহাদ, বাব আর রুখসাত ফিল মুদরাকিন, হাদীস-২৬৯৭)

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.)ও এই যুদ্ধাভিযানের উল্লেখ করতে গিয়ে একথা উল্লেখ করেছেন যে, মহানবী (সা.) তাঁর একদল সাহাবী হযরত আবু বকর (রা.)'র নেতৃত্বে বনু ফাযারা অভিমুখে প্রেরণ করেন। এই গোত্রটি সেসময় মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। এই সেনাদলে সালামা বিন আকওয়াও যোগদান করেন, যিনি প্রসিদ্ধ তীরন্দাজ ছিলেন এবং দৌড়ে বিশেষ দক্ষতা রাখতেন। সালামা বিন আকওয়া বর্ণনা করেন, আমরা প্রায় ফজরের নামাযের কাছাকাছি সময়ে সেই গোত্রের আবাসস্থলের নিকটে গিয়ে পৌঁছি এবং আমরা যখন নামায সম্পন্ন করি তখন হযরত আবু বকর (রা.) আমাদেরকে আক্রমণ করার নির্দেশনা প্রদান করেন। আমরা ফাযারা গোত্রের সাথে যুদ্ধ করতে করতে তাদের ঝর্না পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছি এবং এ যুদ্ধে মুশরিকদের অনেকেই নিহত হয় আর এরপর তারা যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালিয়ে যায় আর আমরা অনেককে বন্দিও বানিয়ে নিই। সালামা বর্ণনা করেন, পলায়নকারীদের মাঝে একটি দল ছিল নারী ও শিশুদের যারা দ্রুততার সাথে নিকটবতী একটি পাহাড়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। আমি তাদের ও পাহাড়ের মধ্যবতী জায়গায় তীর নিক্ষেপ করতে আরম্ভ করি। ফলে, পলায়নকারী এই দল ভীত হয়ে দাঁড়িয়ে যায় আর আমরা তাদেরকে বন্দি বানিয়ে নিই। এদের মাঝে একজন বয়স্কা মহিলাও ছিল যে নিজের ওপর একটি লাল রঙের চামড়ার চাদর পরে রেখেছিল আর তার সাথে তার এক সুশ্রী কন্যাও ছিল। আমি তাদের সবাইকে ঘিরে হযরত আবু বকর (রা.)'র কাছে নিয়ে আসি। তিনি (রা.) সেই কন্যাকে আমার তত্ত্বাবধানে দিয়ে দেন। আমরা যখন মদীনায় ফিরে আসি তখন মহানবী (সা.) আমার কাছ থেকে এই মেয়েটিকে নিয়ে নেন এবং তাকে মক্কায় পাঠিয়ে তার বিনিময়ে কতিপয় সেসব মুসলিম বন্দিকে ছাড়িয়ে আনেন যারা মক্কাবাসীদের কাছে বন্দি ছিল।

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ৭১৬-৭১৭)

অর্থাৎ, মক্কাবাসীরা বন্দি করে রেখেছিল। তিনি (সা.) এই মেয়ের বিনিময়ে তাদেরকে ছাড়িয়ে নেন।

খায়বারের যুদ্ধ সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে যে, মহানবী (সা.) সপ্তম হিজরী সনের মহররম মাসে খায়বার অভিমুখে যাত্রা করেন। খায়বার পবিত্র মদীনা নগরী থেকে ১৮৪ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত একটি খেজুরবাগান সমৃদ্ধ অঞ্চল। এখানে অনেক আগ্নেয় শিলা রয়েছে। এখানে ইহুদীদের অনেকগুলো দুর্গও ছিল যেগুলোর মাঝে কতিপয়ের ধংসাবশেষ আজও অবশিষ্ট আছে। এসব দুর্গ মুসলমানরা খায়বারের যুদ্ধে জয় করেছিল। এ অঞ্চলটি খুবই উর্ব র এবং ইহুদীদের সবচেয়ে বড় কেন্দ্র ছিল। মহানবী (সা.) মদীনায় নিজের অবর্তমানে সিবাহ্ বিন উরফাতা গিফারী (রা.)-কে আমীর নিযুক্ত করে যান।

(তারিখুত তাবারী, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৪৪) (এটলাস সীরাত নববী,প্রণেতা= ডক্টর শউকি আবু খালীল, পৃ: ৩৩০) (ফারহাঙ্গে সীরাত, পৃ: ১১৭)

খায়বারের দুর্গগুলো দশ দিনের অধিক সময় ধরে অবরুদ্ধ থাকে।

(আল মোওয়াহিবুল লাদানিয়া, ১ম খণ্ড, পৃ: ৫১৭)

হযরত বুরায়দা (রা.) বলেন, মহানবী (সা.)-এর মাইগ্রেনের ব্যাথা হতো, ফলে তিনি এক দুই দিন বাইরে বেরুতেন না। যাহোক, তিনি (সা.) যখন খায়বারে পৌঁছেন তখন তাঁর মাইগ্রেনের ব্যাথা আরম্ভ হয়। আর এরফলে তিনি (সা.) জনসমক্ষে আসেন নি। অর্থাৎ, তাঁর (তীব্র) মাথাব্যাথা হতো, যাকে মাইগ্রেন বলা হয়। মহানবী (সা.) হযরত আবু বকর (রা.)-কে কাতীবা নামক দুর্গ অভিমুখে প্রেরণ করেন। তিনি

(রা.) মহানবী (সা.)-এর পতাকা হাতে নেন এবং শত্রুদের মোকাবিলায় বুক চিতিয়ে দণ্ডায়মান হন এবং প্রচণ্ড যুদ্ধ করেন। এরপর তিনি ফিরে আসেন, প্রাণপন চেষ্টা করা সত্ত্বেও জয় লাভ হয়নি। অতঃপর মহানবী (সা.) হযরত উমর (রা.)-কে প্রেরণ করেন। তিনিও তাঁর (সা.) পতাকা হাতে নেন এবং কঠিন যুদ্ধ করেন। এটি পূর্বাপেক্ষাও ভয়াবহ যুদ্ধ ছিল। এরপর তিনিও ফেরত আসেন কিন্তু বিজয় লাভ হয় নি।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১২৪)

ইতিহাস ও সীরাতের অধিকাংশ পুস্তকে এটিই পাওয়া যায় যে, একে একে হযরত আবু বকর এবং হযরত উমর (রা.)-কে সেনাপতি নিযুক্ত করা হয়েছিল কিন্তু তঁ াদের হাতে দুর্গ বিজয় সম্ভব হয় নি। অবশ্য 'সৈয়্যদনা সিদ্দীকে আকবর' নামক একটি পুস্তক আছে যা লাহোর থেকে ২০১০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্র কাশিত হয়েছিল; আমাদের গবেষকরা এতে দেখে আমাকে জানিয়েছেন যে, এ পুস্তকের লেখক লিখেছেন, হযরত আবু বকর (রা.)'র হাতে সেই দুর্গ বিজয় হয়েছিল কিন্তু তিনি সেখানে কোন রেফারেন্স দেন নি। যাহোক, লেখক লি খেন, একটি দুর্গ বিজয়ের জন্য হযরত আবু বকর (রা.) সেনাপতি হিসেবে গিয়েছিলেন যা তাঁর হাতে বিজয় হয়েছিল এবং অন্য একটি দুর্গের জন্য হযরত উমর (রা.)-কে পাঠানো হয় আর তিনিও সফল হন। তৃতীয় দুর্গ জয়ের দায়িত্ব হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.)'র ওপর ন্যস্ত হয় কিন্তু তিনি তাতে সফল হতে পারেন নি। এতে মহানবী (সা.) বলেন, সকালে আমি এমন একজনকে পতাকসহ সেনাপতি করে পাঠাবো যে খোদা ও তাঁর রসূল (সা.)-কে অনেক বেশি ভালোবাসে আর তাঁর হাতেই দুর্গ বিজয় হবে। অবশেষে হযরত আলী (রা.)-কে পতাকা দেয়া হয় এবং কামূস দুর্গ জয় হয়।

(সৈয়্যদানা সিদ্দীকে আকবর, পৃ: ৪৯, প্রণেতা আল হাজ গোলাম নবী এম.এ, প্রকাশক: আদবিয়াত)

খায়বারের যুদ্ধ সম্পর্কে ওয়াকদী'র একটি রেওয়ায়েত রয়েছে, তা পড়ে দিচ্ছি কেননা লোকেরা তার ইতিহাসগ্রন্থও পড়ে থাকে কিন্তু এটি শতভাগ সঠিক হওয়া আবশ্যক নয়। যাহোক, তিনি লিখেন, খায়বারের যুদ্ধের সময় মহানবী (সা.)-এর এক সাহাবী হযরত হুব্বাব বিন মুনযির (রা.) তাঁর নিকট নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! ইহুদীরা খেজুর গাছকে নিজেদের যুবক সন্তানসন্ততির চেয়েও বেশি ভালোবাসে। তাই আপনি তাদের খেজুর গাছ কেটে দিন। এরপর মহানবী (সা.) খেজুর গাছ কাটার নির্দেশ দেন এবং মুসলমানেরা দ্রুত খেজুর গাছ কাটতে আরম্ভ করে দেয়। একথাটি এভাবে শতভাগ গ্রহণযোগ্য হতে পারে না কিন্তু এর পরের অংশ আবার সঠিক বলে মনে হয়। তিনি বলেন, এটি দেখে হযরত আবু বকর (রা.) মহানবী (সা.)-এর নিকট আসেন এবং নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! নিশ্চয়ই মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ্ আপনাকে খায়বার প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং তিনি আপনাকে দেওয়া স্বীয় প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবেন। আপনি খেজুর গাছ কাটবেন না। এরপর মহানবী (সা.)-এর ঘোষক তাঁর নির্দেশে ঘোষণা করে আর খেজুর গাছ কাটতে বারণ করে।

(কিতাবুল মাগাযি লিল ওয়াকদি, ২য় খণ্ড, পৃ: ১২০)

আল্লাহ্ তা'লা যখন মহানবী (সা.)-কে খায়বারে বিজয় দান করেন তখন তিনি (সা.) খায়বারের একটি বিশেষ উপত্যকা কাতীবা-কে নিজ আত্মীয়স্বজন, নিজ বংশের মহিলাদের এবং মুসলমান পুরুষ ও মহিলার মাঝে বিতরণ করেন। এসময় মহানবী (সা.) অন্যান্য আত্মীয়স্বজন ছাড়াও হযরত আবু বকর (রা.)-কেও একশ' ওয়াসাক শস্য ও খেজুর প্রদান করেন।

(আস সীরাতুন নবুয়্যত লি ইবনে হিশাম, পৃ: ৭০৭)

এক ওয়াসাক সমান ষাট সা' এবং এক সা' সমান আড়াই কেজি হয়ে থাকে। (লুগাতুল হাদীস, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৪৮৭ এবং ২য় খণ্ড, পৃ: ৬৪৮) এই হিসেবে প্রায় ৩৭৫ মণ শস্য হয় যা হযরত আবু বকর (রা.)'র ভাগে এসেছিল।

হযরত আবু বকর (রা.)'র নজদ্ অভিমুখে অভিযান। এ সম্পর্কে লেখা আছে, নজদ্ একটি আধো-মরু অঞ্চল কিন্তু সবুজ শ্যামল ও উর্বর ভূখণ্ড, যেখানে অনেক উপত্যকা ও পাহাড় রয়েছে। এর দক্ষিণে ইয়েমেন এবং উত্তরে সিরিয়া মরুভূমি- ইরাক পর্যন্ত বিস্তৃত। এর পশ্চিমে হেজায মরুভূমি অবস্থিত। এই এলাকা সমতল ভূমি থেকে বারোশ' মিটার উচ্চতায় অবস্থিত আর এই উচ্চতার কারণেই একে নজদ্ বলা হয়ে থাকে।

(ফারহাঙ্গে সীরাত, পৃ: ২৯৭)

নজদে বনু কিলাব মুসলমানদের বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ হলে তাদেরকে দমন করার উদ্দেশ্যে মহানবী (সা.) হযরত আবু বকর (রা.)-কে সেখানে প্রেরণ করেন। এই সারিয়া বা অভিযান শাবান মাসের ৭ম হিজরীতে সংঘটিত হয়। হযরত সালামা বিন আকওয়া (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) হযরত আবু বকর (রা.)-কে আমাদের আমীর নিযুক্ত করে প্রেরণ করেন।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ১৩১)

হুদায়বিয়ার সন্ধির পর আবু সুফিয়ান যখন মক্কা আসে; এ সম্পর্কে উল্লিখিত আছে যে, কুরাইশের মিত্র বনু বকর যখন হুদায়বিয়া সন্ধি বিরোধী কাজ করে মুসলমানদের মিত্র গোত্র বনু খুযাআ'র ওপর আক্রমণ করে; আর কুরাইশরা অস্ত্র ও বাহন দিয়ে বনু বকরকে সাহায্য করে এবং হুদায়বিয়া সন্ধির তোয়াক্কা না করে চরম অহঙ্কার ও দম্ভভরে ঘোষণা করে যে, আমরা কোন সন্ধি মানি না; তখন আবু সুফিয়ান মদীনায় আসে এবং হুদায়বিয়ার সন্ধির নবায়ন করতে চায়। সে মহানবী (সা.)-এর নিকট যায়। কিন্তু তিনি (সা.) তার কোন কথার উত্তর দেন নি। অতঃপর সে আবু বকর (রা.)'র নিকট যায় এবং তাঁকে মহানবী (সা.)-এর সাথে কথা বলার অনুরোধ করে। কিন্তু তিনি (রা.) উত্তরে বলেন, আমি এমনটি করব না। অতঃপর যেমনটি হযরত উমর (রা.)'র স্মৃতিচারণে বর্ণনা করা হয়েছে, সে হযরত উমর (রা.)'র নিকট যায়। তিনিও অস্বীকার করেন। যাহোক, সে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায়।

(সীরাত ইবনে হিশাম, পৃ: ৭৩৪-৭৩৫) (শারাহ যারকানি, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৭৯-৩৮০, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বেইরুত)

মক্কা বিজয়াভিযান। এই অভিযানকে 'গাযওয়াতুল ফাতাহ্ আল্ আ'যম'ও বলা হয়। (শারাহ যারকানি, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৮৬)

মক্কা বিজয় ৮ম হিজরীতে সংঘটিত হয়। তাবারীর ইতিহাসে বর্ণিত আছে, আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) যখন লোকদেরকে সফরের প্রস্তুতির জন্য নির্দেশ প্রদান করেন তখন তিনি (সা.) নিজ পরিবারবর্গকে বলেন, আমার সাজসরঞ্জামও প্রস্তুত কর। হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর কন্যা হযরত আয়েশা (রা.)'র ঘরে যান। তখন হযরত আয়েশা (রা.) মহানবী (সা.)-এর জিনিসপত্র প্রস্তুত করছিলেন। হযরত আবু বকর (রা.) জিজ্ঞেস করেন, হে আমার ক ন্যা! হুযুর (সা.) কি তোমাকে তাঁর সাজসরঞ্জাম প্রস্তুত করতে নির্দেশ দিয়েছেন? তিনি উত্তরে বলেন, জ্বী। হযরত আবু বকর (রা.) জিজ্ঞেস করেন, তোমার ধারণা কী, হুযুর (সা.) কোথায় যাওয়ার সংকল্প করেছেন? হযরত আয়েশা (রা.) উত্তরে বলেন, আমি কিছুই জানি না। অতঃপর মহানবী (সা.) লোকদেরকে বলে দেন যে, তিনি মক্কা অভিমুখে যাচ্ছেন। তিনি তাদেরকে অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ ও প্রস্তুতি নেওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন এবং দোয়া করেন, হে আল্লাহ! তুমি কুরাইশের গুপ্তচর ও গোয়েন্দাদের বাধাগ্রস্ত করে রাখ যতক্ষণ না আমরা তাদের অঞ্চলে তাদের অপ্রস্তুত অবস্থায় পৌঁছে যাই। এরপর লোকেরা প্রস্তুতি গ্রহণ করা আরম্ভ করে দেয়।

(তারিখুত তাবারী লি আবি জাফার মহম্মদ বিন জারীর তাবারী, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৬৬)

এই ঘটনার আরো ব্যাখ্যা করে সিরাতে হালবিয়ায় লিপিবদ্ধ আছে যে, হযরত আবু বকর (রা.) যখন হযরত আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করছিলেন, সে সময়ই মহানবী (সা.) সেখানে আগমণ করেন। হযরত আবু বকর (রা.) জানতে চান , হে আল্লাহর রসূল (সা.)! আপনি কি সফরের সংকল্প করেছেন? তিনি (সা.) বলেন, হ্যাঁ। হযরত আবু বকর (রা.) নিবেদন করেন, তাহলে কি আমিও প্রস্তুতি গ্রহণ করবো? তিনি (সা.) বলেন, হ্যাঁ। হযরত আবু বকর (রা.) জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! কোথায় যাওয়ার পরিকল্পনা রাখেন? তিনি (সা.) বলেন, কুরাইশের মোকাবিলা করার; কিন্তু সাথে এটিও বলেন, হে আবু বকর! এ বিষয়টি এখন গোপনই রাখবে। মোটকথা, মহানবী (সা.) লোকদেরকে প্রস্তুতির নির্দেশ প্রদান করেন। কিন্তু কোথায় যাবেন এ সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করেননি। হযরত আবু বকর (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! কুরাইশ ও আমাদের মধ্যে কি এখনও সন্ধির মেয়াদ অবশিষ্ট নেই? তিনি (সা.) বলেন, আছে; তবে তারা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এবং চুক্তি ভঙ্গ করেছে। তবে আমি তোমাকে যা কিছু বলেছি তা গোপনই রাখবে।

একটি রেওয়ায়েতে এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর (সা.) কাছে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি কী কোথাও যাওয়ার ইচ্ছা রাখেন? তিনি (সা.) বলেন, হ্যাঁ। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, আপনি হয়ত বনু আসফার তথারোমানদের দিকে যাওয়ার অভিপ্রায় রাখেন। তিনি (সা.) বলেন, না। হযরত আবু বকর বলেন, তাহলে কি নাজাদ-এর দিকে যাত্রা করার ইচ্ছা? তিনি (সা.) বলেন, না। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, তাহলে আপনি হয়ত কুরাইশদের বিরুদ্ধে অভিযানের ইচ্ছা রাখেন। তিনি (সা.) বলেন, হ্যাঁ। হযরত আবু বকর (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনার এবং তাদের মাঝে তো এখনও চুক্তির মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়া বাকি আছে। তিনি (সা.) বলেন, তুমি কি জান না যে, তারা বনু কা'ব অর্থাৎ বনু খুযাআ গোত্রের সাথে কী করেছে? এরপর মহানবী (সা.) গ্রামাঞ্চল এবং আশেপাশের মুসলমানদের কাছে বার্তা প্রেরণ করেন আর তাদের

উদ্দেশ্যে বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'লা এবং কিয়ামত দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে সে যেন রমজান মাসে মদিনায় এসে উপস্থিত হয়। অতএব মহানবী (সা.)-এর ঘোষণা অনুযায়ী আরব গোত্রগুলো মদিনায় আসতে আরম্ভ করে। যেসব গোত্র মদিনায় পৌঁছে তাদের মাঝে ছিল বনু আসলাম, বনু গিফার, বনু মুযায়না, বনু আশজাআ আর বনু জুহায়না। তখন মহানবী (সা.) এই দোয়া করেন যে, হে আল্লাহ্! কুরাইশদের গোয়েন্দা ও গুপ্তচরদের বিরত রাখ যতক্ষণ না আমরা তাদের কাছে তাদেরই এলাকায় আকস্মিকভাবে গিয়ে উপস্থিত হই। মহানবী (সা.) সকল রাস্তায় নজরদারি করার জন্য দল নিযুক্ত করেন যেন প্রত্যেক আনাগোনাকারী সম্পর্কে জানা থাকে। তিনি (সা.) তাদেরকে বলেন, অচেনা কোন ব্যক্তিকে তোমাদের সম্মুখ দিয়ে যেতে দেখলে তাকে বাধা দিবে যেন কুরাইশরা মুসলমানদের প্রস্তুতি সম্পর্কে জানতে না পারে।

(আস সীরাতুল হালবিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১০৭-১০৮)

এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) তাঁর এক স্ত্রীকে বলেন, আমার যাত্রার জন্য সাজসরঞ্জাম গোছানো আরম্ভ কর। তিনি সফরের জিনিসপত্র গোছানো আরম্ভ করেন। আর হযরত আয়েশাকে বলেন, আমার জন্য ছাতু বা শস্য ইত্যাদি ভেজে প্রস্তুত কর। তৎকালে এরূপ খাবারেরই প্রচলন ছিল। অতএব তিনি মাটি ইত্যাদি বেছে শস্যদানা প্রস্তুত করা আরম্ভ করেন। হযরত আবু বকর ঘরে তার মেয়ের কাছে আসেন। প্রস্তুতি দেখে তিনি জিজ্ঞেস করেন, হে আয়েশা! এটি কী হচ্ছে? মহানবী (সা.) কী কোন সফরের প্রস্তুতি নিচ্ছেন? তিনি বলেন, সফরের প্রস্তুতি বলেই মনে হচ্ছে। তিনি (সা.) সফরের প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দে শ দিয়েছেন। এতে হযরত আবু বকর বলেন, কোন যুদ্ধের পরিকল্পনা আছে কি? তিনি বলেন, আমি এই বিষয়ে কিছুই জানি না। মহানবী (সা.) বলেছেন, আমার সফরের জন্য সাজসরঞ্জাম প্রস্তুত কর আর আমরা তা-ই করছি। দুই-তিন দিন পর তিনি (সা.) হযরত আবু বকর এবং হযরত উমরকে ডাকেন এবং বলেন, দেখ! তোমরা জান যে, খুযাআ গোত্রের লোকেরা এসেছিল আর তারা জানিয়েছে যে, এই ঘটনা ঘটেছে। অপর দিকে খোদা তা'লা পূর্বেই আমাকে এই ঘটনার সংবাদ প্রদান করেছেন যে, তারা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে আর অধিকন্তু তাদের (অর্থাৎ খুযাআর) সাথে আমাদের চুক্তি রয়েছে। এখন আমাদের ভয় পাওয়া আর মক্কার লোকদের বীরত্ব আর শক্তি দেখে তাদের মোকাবিলার জন্য না দাঁড়ানো ঈমানের পরিপন্থি বিষয়। অতএব আমরা সেখানে যাব, তোমাদের মতামত কী? হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আপনি তো তাদের সাথে চুক্তি করেছেন। এছাড়া তারা আপনারই স্বজাতি। তার কথার অর্থ ছিল এই যে, আপনি কি আপনার স্বজাতির সাথে যুদ্ধ করবেন? মহানবী (সা.) বলেন, আমরা স্বজাতির ওপর আক্রমণ করব না, চুক্তিভঙ্গকারীদের ওপর আক্রমণ করব। এরপর হযরত উমরকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন যে, বিসমিল্লাহ্, আমি তো প্রতিদিন দোয়া করতাম যেন এই দিন আসে আর আমরা মহানবী (সা.)-এর সুরক্ষায় কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করি। মহানবী (সা.) বলেন, আবু বকর খুবই নম্র প্রকৃতির মানুষ কিন্তু সত্য কথা উমরের মুখ থেকে অধিক নিঃসৃত হয়।

মহানবী (সা.) বলেন, প্রস্তুতি গ্রহণ কর। এরপর তিনি (সা.) চতুষ্পার্শ্বের গোত্রগুলোতে সংবাদ প্রেরণ করেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তি, যে আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন রমজানের প্রাথমিক দিনগুলোতে মদিনায় সমবেত হয়। কাজেই, সৈন্যরা সমবেত হতে আরম্ভ করে আর কয়েক হাজার মানুষের সমন্বয়ে সৈন্যদল প্রস্তুত হয়ে যায় এবং তিনি (সা.) যুদ্ধের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। যাত্রার প্রাক্কালে মহানবী (সা.) বলেন, হে আমার খোদা! আমি তোমার সমীপে দোয়া করছি, তুমি মক্কাবাসীদের কানকে বধির করে দাও আর তাদের গুপ্তচরদের অন্ধ করে দাও। যাতে তারা আমাদের দেখতে না পায় আর আমাদের কোন কথা যেন তাদের কানে না পৌঁছে। অতএব তিনি (সা.) বের হন। মদিনায় শত শত মুনাফিক থাকা সত্ত্বেও দশহাজার সৈন্যের মদিনা থেকে যাত্রা করার সংবাদ মক্কায় না পৌঁছা, এটি আল্লাহ্ তা'লারই কাজ ছিল।

(সাইরে রূহানী (৭), আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২৪, পৃ: ২৬০-২৬২)

তাবাকাত ইবনে সা'দ-এ লেখা আছে যে, মুসলমানদের কাফেলা বা দলটি এশার সময় মাররুয্ যাহরানে পৌঁছে। মাররুয্ যাহরান মক্কা থেকে মদিনার পথে ২৫ কি: মি: দূরত্বে অবস্থিত। অর্থাৎ, মক্কা থেকে ২৫ কি: মি: দূরে ছিল। তিনি (সা.) তাঁর সাহাবীদের নির্দেশ দেন আর তারা দশহাজার স্থানে আলো প্রজ্জ্বলিত করে। কুরাইশরা তাঁর যাত্রা র সংবাদ পায় নি। তারা দুঃখ-ভারাক্রান্ত ছিল, কারণ তাদের ভয় ছিল যে, তিনি (সা.) তাদের সাথে যুদ্ধ করবেন। তারা সংবাদ পায়নি ঠিকই কিন্তু তাদের অর্থাৎ, কুরাইশদের ধারণা ছিল যে, এবার যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। এ কারণে তাদের চিন্তা ছিল। মনে হচ্ছে এখানে ভুল লেখা হয়েছে, যাত্রার সংবাদ এখানে পৌঁছার পর পৌঁছে থাকবে। কাফেলা যখন এখানে অবস্থান নেয় এবং দশ হাজার স্থানে আগুন প্রজ্জ্বলিত করা হয়, তখন কুরাইশরা আবু সুফিয়ানকে পরিস্থিতি অবগত হওয়ার জন্য প্রেরণ করে। তারা বলে, মুহাম্মদ (সা.)-এর সাথে তোমার সাক্ষাৎ হলে তুমি তঁ ার কাছ থেকে আমাদের জন্য নিরাপত্তা চেয়ে নিও। আবু সুফিয়ান বিন হারব, হাকীম বিন হিযাম এবং বুদায়েল বিন ওয়ারাকা রওয়ানা হয়ে যায়। (মুসলমান) সৈন্যদল দেখে তারা চরম উৎকণ্ঠিত হয়। মহানবী (সা.) সেই রাতে হযরত উমর (রা.)-কে নিরাপত্তা বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেন। আবু সুফিয়ানের কণ্ঠ শুনে হযরত আব্বাস (রা.) তাকে ডেকে বলেন, (হে) আবু হানযালা! (এটি আবু সুফিয়ানের ডাক নাম)! সে বলে, উপস্থিত। আবু সুফিয়ান হযরত আব্বাস (রা.)-কে জিজ্ঞেস করে, তোমার পেছনে কী দেখছি? তিনি বলেন, আল্লাহ্র রসূল (সা.) দশ হাজার সৈন্যসহ এসেছেন। হযরত আব্বাস (রা.) তাকে আশ্রয় দেন এবং (তার) দু'জন সঙ্গীসহ তাকে মহানবী (সা.)-এর সকাশে উপস্থি ত করেন, আর তারা তিনজনই ইসলাম গ্রহণ করে। এ ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকবে, বাকি ইনশাআল্লাহ্ আগামীতে বর্ণিত হবে।

****

একজন মোমেনের খুব সহজেই নিজের স্থান ত্যাগ করা উচিত নয়। বরং তবলীগ করতে থাকা উচিত। যতদিন পর্যন্ত না মানুষ তাকে বাধ্য না করে, এতটাই যে, সেখানে ধর্মাচার অনুশীলন করা করা অসম্ভব হয়ে ওঠে।

وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِي اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সূরা নহল-এর উপরোক্ত ২নং আয়াত এর ব্যাখ্যায় বলেন-

ফিল্লাহি-এর একধিক অর্থ হতে পারে। ১) ফি-র অর্থ লাম হতে পারে। এমতাবস্থায় এর অর্থ হবে তারা আল্লাহ্র কারণে হিজরত করেছে, তাদের অন্য কোনও উদ্দেশ্য ছিল না।

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, হিজরত একাধিক প্রকারের। কেউ স্ত্রীর কারণে হিজরত করে, কেউ সম্পদের জন্য, কেউ খোদার জন্য। এখানে বলা হয়েছে, যে এরা সেই সব মানুষ যারা কেবল খোদা তা'লার খাতিরে হিজরত করছে। আজ শত্রুরা আপত্তি করে যে মুসলমানরা অর্থের জন্য যুদ্ধ করেছে। অদৃশ্যের দ্রষ্টা খোদা জানতেন যে, তাঁর পবিত্র বান্দাদের উপর এমন আপত্তি তোলা হবে। তিনি যুদ্ধ শুরু হওয়ারও পূর্বে এই সব আপত্তির উত্তর দিয়ে রেখেছেন।

২) এখানে বিভক্তিকে পূর্বে ধরে নিয়ে বাক্যটি গঠন করলে দাঁড়ায় 'ফি দ্বীনিল্লাহি' অর্থাৎ তারা আল্লাহ্র ধর্মের কারণে হিজরত করে। অর্থাৎ তারা এই জন্য হিজরত করছে যে, মক্কায় ধর্মাচার অনুশীলন করার স্বাধীনতা নেই। অতএব দেশ ত্যাগ করে এমন স্থানে গমন করা যেখানে ধর্মের সেবার স্বাধীনতা রয়েছে।

৩) ফি-এর সেই অর্থই নেওয়া হবে যা বেশি পরিচিত। এক্ষেত্রে এই বাক্যের অর্থ হবে, তারা আল্লাহ্তে (বিলীন) হয়ে হিজরত করেছে। অর্থাৎ নিজেদের উপর সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ্ তা'লার প্রভাবকে ক্রিয়ান্বিত করেছে, তাঁর গুণাবলীকে নিজেদের মধ্যে ধারণ করেছে এবং নিজেকে বিলীন করে প্রতিটি কাজকে খোদা তা'লার জন্য উৎসর্গিত করেছে। অর্থাৎ তাঁর মক্কা থেকে বের হওয়া কেবল গুটিকয়েক মানুষের বের হওয়া ছিল না, বরং মক্কা থেকে আল্লাহ্ তা'লা বের হওয়ার নামান্তর ছিল। তাদের প্রস্থানের সাথেই আল্লাহ্ তা'লাও মক্কাবাসীদের আয়ত্ব থেকে বেরিয়ে যান।

مِنْۢ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا অর্থাৎ তাদের হিজরত অকারণ ছিল না, বরং এইজন্য তারা হিজরত করেছিল যে, লোকেরা তাদেরকে থাকতে দেয় নি, সেখান থেকে চলে যেতে বাধ্য করেছিল।

এই আয়াত থেকে প্রমাণ হয় যে, একজন মোমেনের খুব সহজেই নিজের স্থান ত্যাগ করা উচিত নয়। বরং তবলীগ করতে থাকা উচিত। যতদিন পর্যন্ত না মানুষ তাকে বাধ্য না করে, এতটাই যে, সেখানে ধর্মাচার অনুশীলন করা করা অসম্ভব হয়ে ওঠে।

(তফসীর কবীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৬৯)

থেকে পৃথক করে দেওয়া। এমতাবস্থায় সেই পুরুষকেও বিচারসভায় হাজির করে জানিয়ে দেওয়া আবশ্যক হবে যে তার স্ত্রীকে তার থেকে পৃথক করা হচ্ছে।

লক্ষ্য করুন যে এটা কিরূপ ন্যায়নীতিপূর্ণ বিষয়। যেমনটি ইসলাম পছন্দ করে নি যে কোন মহিলা তার পিতা, ভাই বা অন্য কোনও নিকট আত্মীয়কে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ না করে কাউকে নিকাহ করুক, অনুরূপভাবে মহিলা নিজে থেকেই পুরুষদের ন্যায় স্বামীর থেকে পৃথক হয়ে যাক সেটাও ইসলাম পছন্দ করে নি। বরং পৃথক হওয়ার পরিস্থিতিতে নিকাহর থেকেও বেশি সতর্কতা অবলম্বন করেছে, প্রশাসকের মাধ্যমে এর কাজ সম্পাদন করাকে অনিবার্য করা হয়েছে যাতে মহিলারা নিজের অপরিণামদর্শিতার কারণে নিজের ক্ষতি করে না বসে। ”

(চাশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২৩, পৃ: ২৮৮-২৮৯)

খুলার সম্পাদন কাজীদের মাধ্যমে হয়ে থাকে, সেই কারণে নিজে থেকেই সাক্ষী তৈরী হয়ে যায়। কিন্তু তালাক যেহেতু এভাবে হয় না, তাই যদি স্বামী স্ত্রী তালাক বলবৎ হওয়ার বিষয়ে একমত হয়, তাদের মধ্যে কোনও বিরোধাভাস না থাকে, তবে সাক্ষী ছাড়াও তালাক কার্যকর হয়। তালাকের জন্য সাক্ষী থাকা ভাল কিন্তু আবশ্যক নয়। কুরআন করীম তালাক এবং প্রত্যাবর্তনের বিষয়ে যেখানে সাক্ষীর কথা উল্লেখ করেছে সেখানে উপদেশও দিয়েছে। যেমনটি বলা হয়েছে=

فَإِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ فَارِقُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ وَّ اَشْهِدُوْا ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَ اَقِيْمُوا الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ ذٰلِكُمْ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ

অর্থ অতঃপর যখন তাহারা নির্ধারিত ইদ্দতের শেষ সীমায় উপনীত হয় তখন তোমরা তাহাদিগকে হয় ন্যায়-সংগতভাবে রাখ অথবা তাহাদিগকে ন্যায়-সংগতভাবে বিদায় করিয়া দাও, এবং তোমাদের মধ্য হইতে দুইজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে সাক্ষী রাখ, এবং আল্লাহ্‌র জন্য সাক্ষ্য প্রতিষ্ঠা কর। সেই ব্যক্তিকে এই উপদেশ প্রদান করা হইতেছে যে আল্লাহ্‌র উপর এবং পরকালের উপর ঈমান রাখে।

(সূরা তালাকা: ৩)

ফিকাহবিদরাও এবিষয়ের উপর ঐক্যমত যে, যদি কোন ব্যক্তি সাক্ষী ছাড়া তালাক দেয় বা প্রত্যাবর্তন করে তবে তার তালাক বা প্রত্যাবর্তনে কোনও হেরফের হবে না।

২) ক্রোধের বশে তালাক দেওয়া প্রসঙ্গে বলতে হয় যে, যখন কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তালাক দেয় তখন সে তার স্ত্রীর কোনও অসহনীয় ও ঘৃণ্য কাজে অসন্তুষ্ট হয়ে এমন পদক্ষেপ নেয়। স্ত্রীর প্রতি প্রীত হয়ে তো আর কেউ তালাক দেয় না। অতএব, ক্রোধান্বিত অবস্থায় দেওয়া তালাকও কার্যকর হবে।

তবে কেউ যদি ক্রোধে উন্মাদ হয়ে ওঠে আর পরিণতির কথা বিবেচনা না করেই ত্বরাপরায়ন হয়ে স্ত্রীকে তালাক দেয় আর উন্মাদনা দূর হওয়ার পর কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়, নিজের ভুল বুঝতে পারে, এমন পরিস্থিতির জন্য কুরআন করীম ঘোষণা করেছে-

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِىْٓ اَيْمَانِكُمْ وَ لٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ۔

অর্থ: আল্লাহ্‌ তোমাদের বৃথা শপথগুলির জন্য তোমাদিগকে পাকড়াও করিবেন না, কিন্তু তিনি তোমাদিগকে পাকড়াও করিবেন উহার জন্য যাহা তোমাদের অন্তর সংকল্পপূর্বক অর্জন করিয়াছে। এবং নিশ্চয় আল্লাহ্‌ অতীব ক্ষমাশীল, পরম সহিষ্ণু।

(আল বাকারা: ২২৬)

৩) শর্তযুক্ত তালাকও নির্ধারিত শর্ত পূর্ণ হওয়ার পর কার্যকর হয়ে যায়। হযরত আব্দুল্লাহ্‌ বিন উমর (রা.)-এর শিষ্য এবং তাঁর মুক্তকৃত দাস নাফে (রা.) বর্ণনা করেন যে, এক বক্তি তার স্ত্রীকে বলে যে, সে বাইরে বের হলে তালাক দিয়ে দিবে। একথা শুনে হযরত আব্দুল্লাহ্‌ বিন উমর (রা.) এই নিদান দেন যে যদি তার স্ত্রী বের হয় তবে তালাক হয়ে যাবে আর বের না হলে তালাক হবে না।

(সহী বুখারী, কিতাবুত তালাক)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এ বিষয়ে বলেন- “যদি শর্ত থাকে যে অমুক কিছু ঘটলে তালাক হবে আর সেই কাজ ঘটে, তবে সত্যি সত্যিই তালাক হয়ে যায়। যেমন, কেউ যদি বলে যে, অমুক ফল খেলে তালাক, আর সেই ফল খেয়ে ফেলে তবে তালাক হয়ে যায়।”

(আল বদর, নম্বর-২১, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৬২, ১২ই জুন,১৯০৩)

৪) তালাকের জন্য পছন্দনীয় শর্ত হল ঋতুস্রাবের দিনগুলি বাদ দিয়ে স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক দিবে আর সেই দিনগুলিতে তাদের মধ্যে দৈহিক সম্পর্ক থাকবে না। কিন্তু যদি সে এমনটি না করে স্ত্রীর গর্ভাবস্থায়, রজঃস্রাবকালে বা সন্তান প্রসবের পর পবিত্রতা অর্জন করার পূর্বেই তালাক দেয়, তবে এমন তালাকও কার্যকর হবে। কেননা ঋতুস্রাবের দিনগুলি বাদ দিয়ে রতিক্রিয়াহীন দিনগুলিতেই দেওয়া তালাক যদি কার্যকর হত, তবে কুরআন করীমে অন্তঃসত্তা মহিলাদের তালাকের ইদ্দত বর্ণনা অনর্থক হিসেবে প্রতিপন্ন হত। অতএব, কুরআন করীমে অন্তঃসত্তা মহিলাদের তালাকের ইদ্দত বর্ণিত হওয়া প্রমাণ করছে যে, স্ত্রীর গর্ভাবস্থায় দেওয়া তালাকও কার্যকর বলে বিবেচিত হবে।

অনুরূপভাবে রজঃস্বলা মহিলাকে দেওয়া তালাক সম্পর্কে হাদীস গ্রন্থে হযরত আব্দুল্লাহ্‌ বিন উমর (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁর পক্ষ থেকে তাঁর রজঃস্বলা স্ত্রীকে দেওয়া তালাক একটি তালাক হিসেবে গণ্য করা হয়েছিল।

(সহী মুসলিম, কিতাবুত তালাক)

৫) তালাকের পর স্ত্রীর জন্য ইদ্দত প্রযোজ্য হয় এমন ইদ্দত সম্পর্কে কুরআনের নির্দেশ হল, এই সময় স্বামী তার স্ত্রীকে বাড়ি থেকে বের করে দিবে না আর স্ত্রীও বাড়ি ছেড়ে যাবে না। বরং ইদ্দতকাল স্বামীগৃহেই কাটাতে হবে। যেমনটি বলা হয়েছে-

لَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْۢ بُيُوْتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ

তাহাদিগকে তাহাদের গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিও না এবং তাহারাও যেন বাহির হইয়া না যায়।

(আত তালাক: ২)

ইসলাম তালাকপ্রাপ্ত মহিলাদের ইদ্দতকালে রূপসজ্জা, গৃহকর্ম এবং অন্যান্য দায়িত্বাবলী পালনের জন্য বাড়ির বাইরে যাওয়ার বিষয়ে কোন বিধিনিষেধ আরোপ করে নি, যেমনটি বিধবার ইদ্দতকালে করা হয়েছে। বরং হাদীসে তালাকপ্রাপ্ত মহিলার জন্য সম্পূর্ণ বিপরীত নির্দেশ পাওয়া যায়। হাদীসে বর্ণিত আছে যে, হুযুর (সা.) এক মহিলাকে তালাকের ইদ্দতকালে বাইরে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন, শুধু তাই নয়, সেই মহিলার এই কাজ তাঁর কাছে পছন্দনীয় সে কথাও তিনি ব্যক্ত করেছেন। হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ বর্ণনা করেন-

طُلِّقَتْ خَالَتِىْ فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ فَأَتَتِ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَلَى فَجُدِّىْ نَخْلَكِ فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِىْ أَوْ تَفْعَلِىْ مَعْرُوْفًا

অর্থাৎ আমার খালার তালাক হয়ে যায়। আর সে তার খেজুরের বাগানে খেজুর পাড়তে বের হন। রাস্তায় এক ব্যক্তি তাকে বাড়ি থেকে বের হওয়ার জন্য ভর্ৎসনা করে। এতে তিনি হুযুর (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হলে হুযুর (সা.) তাঁকে বলেন, ‘তুমি অবশ্যই তোমার খেজুর বাগানের খেজুর পাড়। হয়তো এতে তুমি সদকা দেওয়ার বা পুণ্য করার সুযোগ পাবে।

৬) খুলা তালাকে বাইনের মর্যাদা রাখে। অর্থাৎ এর পর প্রত্যাবর্তনের জন্য নিকাহ নবায়ন করা অনিবার্য, এটি ছাড়া প্রত্যাবর্তন হতে পারে না।

প্রশ্ন: নিকাহর সময় মেয়ের পক্ষ থেকে তার ভগ্নীপতিকে ওলী বা অভিভাবক নিযুক্ত করার বিষয়ে নাযারত ইসলাহ ও ইরশাদ রিশতা নাতা সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া রাবোয়া-র একটি প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার (আই.) ৩০ শে আগস্ট ২০২০ তারিখের চিঠিতে লেখেন-

মেয়ের নিকাহতে তার পিতা বা ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে মেয়ের রক্ত সম্পর্কের মধ্য থেকে সব থেকে যে কাছের, সেই হবে তার অভিভাবক। তবে শর্ত হল, যেমনটি অভিভাবক শব্দের দাবি রয়েছে, ঠিক সেভাবেই যেন সে মেয়ের সার্বিক স্বার্থ রক্ষাকারী হয়।

কিন্তু যদি মেয়ের রক্ত সম্পর্কীয় কোনও আত্মীয়ও না থাকে, তবে এমন পরিস্থিতিতে খলীফাতুল মসীহ তার অভিভাবক হবেন। এমন মেয়ের নিকাহর জন্য জামাতের ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে উকিল নিযুক্ত করা হবে আর এটিই জামাতে আহমদীয়ার রীতি।

প্রশ্ন: শর্তসাপেক্ষ তালাকের বিষয়ে মাননীয় নাযিম সাহেব দারুল ইফতা রাবোয়া-র একটি রিপোর্টের প্রতিক্রিয়ায় হুযুর আনোয়ার ২৫ শে সেপ্টেম্বর, ২০২০ তারিখের চিঠিতে লেখেন-

আমার মতে শর্তসাপেক্ষ তালাকের বিষয়ে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এবং হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) -এর নির্দেশ অত্যন্ত স্পষ্ট। সেই সব নির্দেশের আলোকে একথা প্রমাণ হয় যে, এমন তালাক যেখানে শর্ত রয়েছে, শর্ত পূর্ণ হলে এই তালাক ক্রিয়ান্বিত হবে।

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

তোমরা যদি চাও যে, আকাশে আল্লাহতালা তোমাদের উপর সন্তুষ্ট হন, তাহা হইলে তোমরা সহোদর দুই ভ্রাতার ন্যায় পরস্পর এক হইয়া যাও।

(কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ২৫)

দোয়াপ্রার্থী: Sabina Yasmin, Bilaspur (Chhattisgarh)

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

সেই ব্যক্তি মো'মেন যার হৃদয়ে ঐশী ভালবাসা উন্মাদনার ন্যায় বদ্ধমূল হয়েছে। সে সিদ্ধান্ত করেছে যে, যাবতীয় দুঃখ-কষ্ট ও লাঞ্ছনাতেও খোদার সঙ্গ ত্যাগ করবে না। (মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৩১)

দোয়াপ্রার্থী: Qazi Abdur Rashid and Family, Basanatapur, 24 pgs(s)

‘খুদ্দামদের জন্য কিছু নির্বাচিত বই প্রস্তাব করা উচিত।’ তরবীয়ত বিভাগ যদি সক্রিয় হয়ে যায়, তবে অন্যান্য বিভাগগুলিও সক্রিয় হতে শুরু করবে। আর তখন আপনারা খুদ্দামদের মাঝে স্পষ্ট পরিবর্তন লক্ষ্য করবেন।

খুদ্দামদেরকে বেশি করে মেডিসিন, বিজ্ঞান এবং গবেষণার কাজে যাওয়ার জন্য উৎসাহিত করুন।

মুহতামিম সাহেব বলেন, কয়েকজন ছাত্র কৃষিবিভাগ এবং শিক্ষাবিভাগে যাচ্ছে।

কৃষিবিজ্ঞানও বেশ ভাল। অনুরূপভাবে শিক্ষা ও আইন বিভাগও।

ফেসবুক বা অন্যান্য সমাজ মাধ্যমেও যদি তবলীগ করতে চান তবে আচরণের দিকটির উপর বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। কেউ যদি নোংরা ভাষা ব্যবহার করে, গালি দেয়, তবে তাদের কথার প্রতিক্রিয়া দিবেন না। তারা যদি ভাল আচরণ না করে, তবে তাদের থেকে দুরত্ব অবলম্বন করুন।

গ্যাম্বিয়ার খুদ্দামুল আহমদীয়ার সদস্যদের সঙ্গে অন লাইন সাক্ষাত

নিজের দেশের সেবার জন্য সব সময় সৎ এবং নিষ্ঠাবান হওয়া উচিত। লোকে যেন জানতে পারে যে, এই ব্যক্তি সততা ও নিষ্ঠা সহকারে কাজ করে। এবং সে দেশ ও জাতির প্রতি বিশ্বস্ত, দেশকে ভালবাসে। দেশ প্রেম ঈমানের অঙ্গ। প্রত্যেক ব্যক্তিকে উৎকৃষ্ট শিক্ষার্জনের চেষ্টা করা উচিত। অতঃপর সেই শিক্ষা এবং কৌশলকে দেশ ও জাতির উন্নতিতে প্রয়োগ করা উচিত। বস্তুবাদিতা থেকে মুক্তি পাওয়ার সর্বোত্তম পন্থা হল আল্লাহ্ তা’লার ইবাদত এবং এই দোয়া করা করা যে, তিনি যেন আমাদেরকে বস্তুবাদিতা থেকে রক্ষা করেন।

২৩ শে মে, ২০২১ তারিখে জামাত আহমদীয়ার ইমাম হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) গ্যাম্বিয়ার ন্যাশনাল মজলিস আমলা খুদ্দামুল আহমদীয়ার সঙ্গে অন লাইন সাক্ষাত করেন।

হুযুর আনোয়ার ইসলামাবাদ (টিলফোর্ড) থেকে সাক্ষাত করেন। অপরদিকে ন্যাশনাল আমেলার সদস্যরা এম.টি.এ ইন্টার ন্যাশনাল গ্যাম্বিয়ার- স্টুডিও -র মাধ্যমে অংশগ্রহণ করেন।

ধর্মীয় শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়াদির জন্য নিযুক্ত মুহাতামিম তালিমকে হুযুর আনেয়ার সম্বোধন করে বলেন- ‘খুদ্দামদের জন্য কিছু নির্বাচিত বই প্রস্তাব করা উচিত।’

নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষাদানের জন্য নিযুক্ত মুহাতামিম তরবীয়ত-কে হুযুর আনোয়ার বলেন- ‘তাদেরকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করতে হবে। যাতে এ বিষয়ের এবিষয়টি সুনিশ্চিত করা যায় যে সমধিক হারে খুদ্দাম তাদের নামায, তিলাওয়াত এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বই-পুস্তক অধ্যয়নের বিষয়ে নিয়মানুবর্তী হয়।

হুযুর আনোয়ার বলেন: কার্যকরী পরিকল্পনা তৈরীর জন্য সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা উচিত যাতে খুদ্দামদের প্রকৃত অবস্থা বোঝা যায় আর তাদেরকে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা দেওয়ার মাধ্যমে তাদের উন্নতি সম্ভব হয়। নতুন তথ্য না থাকলে কাঙ্খিত লক্ষ্যমাত্রা ছোঁয়া সম্ভব হচ্ছে কি না তা বোঝার উপায় নেই।

হুযুর আনোয়ার বলেন: যতক্ষণ আপনাদের কাছে তথ্য নেই, ততক্ষণ আপনারা জানতে পারবেন না যে পরিস্থিতি কেমন, আপনারা কোথায় দাঁড়িয়ে আছেন আর আপনাদের লক্ষ্যমাত্রা কি হওয়া উচিত এবং কি কি অর্জন করতে চান।

আপনাদের নিজেকেই নিজেদের টেনে তুলতে হবে। বাইরে থেকে কেউ এসে তুলতে পারবে না। আপনাদের নিজেদেরকেই পরিশ্রম করতে হবে। তরবীয়ত বিভাগ যদি সক্রিয় হয়ে যায়, তবে অন্যান্য বিভাগগুলিও সক্রিয় হতে শুরু করবে। আর তখন আপনারা খুদ্দামদের মাঝে স্পষ্ট পরিবর্তন লক্ষ্য করবেন। তারা তখন আমাদের ব্যবস্থাপনার সঙ্গে আরও বেশি করে সম্পৃক্ত হবে, জামাতের সহায়ক হবে এবং মসজিদের দিকে বেশি করে আসবে। এবং সর্বোপরি আল্লাহ্ তা’লার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনকারী হয়ে উঠবে এবং যাবতীয় কু=অভ্যাস থেকে রক্ষা পাবে।

ছাত্রদের যাবতীয় বিষয় তত্ত্বধানকারী অর্থাৎ মুহতামিম আমুরে তোলাবা-র দায়িত্ব হল খুদ্দামদের ক্যারিয়ার প্লানিং সম্পর্কে দিক নির্দেশনা দেওয়া। তাঁকে হুযুর আনোয়ার সম্বোধন করে বলেন: খুদ্দামদেরকে বেশি করে মেডিসিন, বিজ্ঞান এবং গবেষণার কাজে যাওয়ার জন্য উৎসাহিত করুন।

মুহতামিম সাহেব বলেন, কয়েকজন ছাত্র কৃষিবিভাগ এবং শিক্ষাবিভাগে যাচ্ছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: কৃষিবিজ্ঞানও বেশ ভাল। অনুরূপভাবে শিক্ষা ও আইন বিভাগও।

মিটিং শেষে উপস্থিত খুদ্দামদের মধ্য থেকে একজন প্রশ্ন করেন যে, সোশাল মিডিয়াকে কিভাবে সর্বোত্তম উপায়ে তবলীগের কাজে ব্যবহার করা যায়? হুযুর আনোয়ার এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন: আপনারা সোশাল মিডিয়াকে তবলীগের কাজে এভাবে লাগাতে পারেন যে, কুরআনের সুদৃঢ় যুক্তি-প্রমাণগুলি আয়াত আকারে উপস্থাপন করুন। এর সহায়ক হিসেবে হাদীস এবং হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.) উদ্ধৃতিও দিতে পারেন। বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষের বিভিন্ন ধরণের প্রশ্ন থাকে।

মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়ার সদস্যদের ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করা উচিত, ঝগড়া বিবাদ বা গালাগালি করা উচিত নয়। এ সম্পর্কে হুযুর আনোয়ার বলেন: কেউ যদি নোংরা ভাষা ব্যবহার করে, গালি দেয়, তবে তাদের কথার প্রতিক্রিয়া দিবেন না। তারা যদি ভাল আচরণ না করে, তবে তাদের থেকে দূরত্ব অবলম্বন করুন। ফেসবুক বা অন্যান্য সমাজ মাধ্যমেও যদি তবলীগ করতে চান তবে আচরণের দিকটির উপর বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। তাদেরকে কুরআন করীমের শিক্ষা সম্পর্কে বলুন, হাদীস এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর উদ্ধৃতি সম্পর্কেও বলুন।

খুদ্দামুল আহমদীয়া গ্যাম্বিয়ার সাধারণ সদস্যদের সঙ্গে হুযুর আনোয়ারের অনলাইন সাক্ষাত

সভার আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়ার পর হুযুর আনোয়ারকে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করার সুযোগ দেওয়া হয়।

একজন খাদিম প্রশ্ন করেন যে, তিনি কিভাবে তার দেশে জামাত আহমদীয়ার সেবা করতে পারেন?

হুযুর আনোয়ার বলেন: “আপনারা হলেন খুদ্দামুল আহমদীয়া। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা’লার খাদিম বা সেবক। অতএব, সর্বোত্তম পন্থাটি হল, একনিষ্ঠ হয়ে বিশ্বস্ততার সঙ্গে নিজেদের যাবতীয় কর্তব্য পালন করা। একজন খাদিম হিসেবে জামাত আহমদীয়া মুসলিমার পক্ষ থেকে যে যে দায়িত্ব আপনার উপর বর্তায় তা পূর্ণ উদ্যমে পালন করার জন্য প্রস্তুত থাকুন।’

কিভাবে একজন আহমদী মুসলমান যুবক নিজের দেশের সেবা করবে? এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: নিজের দেশের সেবার জন্য সব সময় সৎ এবং নিষ্ঠাবান হওয়া উচিত। যেমন, আপনি যদি সরকারি কোনও বিভাগে কর্মী হন, তবে আপনাকে সততা ও নিষ্ঠা সহকারে কাজ করতে হবে। লোকে যেন জানতে পারে যে, এই ব্যক্তি সততা ও নিষ্ঠা সহকারে কাজ করে। এবং সে দেশ ও জাতির প্রতি বিশ্বস্ত, দেশকে ভালবাসে।আমরা সব সময় বলি যে, দেশের প্রতি ভালবাসা ঈমানের অঙ্গ।

শেষাংশ শেষের পাতায়...

আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং কুরআন মজীদের রক্ষক

-মৌলানা মহম্মদ হামীদ কওসার, নাযির দাওয়াতে ইলাল্লাহ্, দক্ষিণ ভারত

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَاتِلُوا الَّذِيْنَ يَلُوْنَكُمْ مِّنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوْا فِيْكُمْ غِلْظَةً ۭ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ (سورۃ التوبہ، سورۃ نمبر 9 آیت نمبر 123)

হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা সেই সকল কাফেরের সঙ্গে যুদ্ধ কর যাহারা তোমাদের নিকট আছে, তাহারা যেন তোমাদের মধ্যে কঠোরতা প্রত্যক্ষ করে এবং জানিয়া রাখ যে, আল্লাহ্ মুত্তাকীগণের সহিত আছেন।

(সূরা তওবা: ১২৩)

আপত্তি: ২ (ঙ)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْٓا اٰبَاۗءَكُمْ وَاِخْوَانَكُمْ اَوْلِيَاۗءَ اِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَي الْاِيْمَانِ ۭ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاُولٰۗىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

অনুবাদ: হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা তোমাদের পিতাকে ও তোমাদের ভাইকে মিত্ররূপে গ্রহণ করিও না যদি তাহারা ঈমানের মোকাবেলায় অবিশ্বাসীকে ভালবাসে। তোমাদের মধ্য হইতে যাহারা তাহাদিগকে মিত্ররূপে গ্রহণ করিবে, তাহারাই যালেম হইবে।

এ প্রসঙ্গে মহাভারতের যুদ্ধের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। যে যুদ্ধে কৌরব ও পাণ্ডবরা পরস্পর আত্মীয় ছিল, কিন্তু কৃষ্ণ মহারাজ এই যুদ্ধে পাণ্ডবদের পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন এবং কৌরবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। কেননা, সেই সময়ের দাবি অনুযায়ী এই পদক্ষেপই তাদের গ্রহণ করতে হত।

যীশু মসীহ (আ.)-এর নিকটাত্মীয়রা যখন তাঁকে অস্বীকার করল, তখন মসীহ তাদেরকে বললেন: ১) হে সাপের সন্তানেরা! তোমরা অসৎ, কিভাবে তোমরা কিভাবে ভাল কথা বলতে পার?

(ইঞ্জিল, মতি, অধ্যায়-১২-৩৪)

২) হে সাপেরা! হে সাপের এর সন্তানেরা! তোমরা জাহান্নামের শাস্তি থেকে কিভাবে রক্ষা পাবে?

(ইঞ্জিল, মতি, অধ্যায়-২৩/৩৩)

স্মরণ থাকে যে, আল্লাহ্ তা'লা যে নবী ও রসুলকে তাদের যুগের মানুষের সংশোধনের জন্য প্রেরণ করতেন, সেই নবীরা সংশোধনের একাধিক সঙ্গত পন্থা অবলম্বন করতেন। এই পদ্ধতিটি সেই গুলির মধ্যে একটি।

আপত্তি নম্বর ২) ক)

مَّلْعُوْنِيْنَ ۚ اَيْنَمَا ثُقِفُوْٓا اُخِذُوْا وَقُتِّلُوْا تَقْتِيْلًا

অর্থ: অভিশপ্ত অবস্থায়। তাহাদিগকে যেখানে পাওয়া যাইবে সেখানেই ধরা হইবে এবং কঠোরভাবে হত্যা করা হইবে।

(সূরা আহযাব:৬২)

এই আয়াতটি স্পষ্ট করতে গিয়ে হযরত মির্যা তাহের আহমদ সাহেব খলীফাতুল মসীহ রাবে (রহ.) বলেন: এই আয়াতগুলিতে মুনাফিক ও ইহুদীদের মধ্য থেকে সেই সব নৈরাজ্যবাদীদের উল্লেখ রয়েছে যারা মদীনায় মুসলমানদের বিরুদ্ধে মিথ্যা ও মনগড়া অপবাদ রটিয়ে বেড়াত। রসুলুল্লাহ (সা.)কে আল্লাহ্ তা'লা প্রতিশ্রুতি দান করেন যে, 'তুমি তাদের উপর বিজয়ী হবে আর এরা তোমার শহর ছেড়ে চলে যাবে। সেই সময় তারা আল্লাহ্ তা'লা অভিশাপের নীচে থাকবে। আর এমন অবস্থা দাঁড়াবে যে, যেখানেই তাদেরকে পাওয়া যাবে, তাদের ধৃত করা এবং হত্যা করা বৈধ হবে।

আপত্তি নম্বর ২ (চ)

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ ثُمَّ اَعْرَضَ عَنْهَا ۭ اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِيْنَ مُنْتَقِمُوْنَ

এবং সেই ব্যক্তি অপেক্ষা অধিকতর যালেম আর কে হইতে পারে যাহাকে তাহার প্রভুর আয়াতসমূহ স্মরণ করাইয়া দেওয়া হয়, তথাপি সে উহা হইতে বিমুখ হইয়া যায়? নিশ্চয় আমরা অপরাধীদের নিকট হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ করিব।

(হা-মিম সিজদা: ২৩)

فَلَنُذِيْقَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَذَابًا شَدِيْدًا ۙ وَّلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَسْوَاَ الَّذِيْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ (سورۃ حم

সুতরাং যাহারা অস্বীকার করিয়াছে আমরা ইহার জন্য তাহাদিগকে অবশ্যই কঠোর আযাবের স্বাদগ্রহণ করাইব এবং তাহাদিগকে তাহাদের জঘন্যতম কার্যকলাপের প্রতিফল দিব।

(হা-মিম সিজদা: ২৮)

ذٰلِكَ جَزَاۗءُ اَعْدَاۗءِ اللّٰهِ النَّارُ ۚ لَهُمْ فِيْهَا دَارُ الْخُلْدِ ۭ جَزَاۗءًۢ بِمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَجْحَدُوْنَ

আল্লাহ্র শত্রুদের প্রতিফল ইহাই-আগুন। তথায় তাহাদের জন্য দীর্ঘকাল বসবাসের আবাস (অবধারিত) রহিয়াছে, ইহা হইবে প্রতিফল স্বরূপ, কারণ তাহারা আমাদের নিদর্শনাবলীকে হঠকারিতার সহিত অস্বীকার করিত।

(হা-মিম সিজদা: ২৯)

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَي الْقِتَالِ ۭ اِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ عِشْرُوْنَ صٰبِرُوْنَ يَغْلِبُوْا مِاْتَيْنِ ۚ وَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّاْئَةٌ يَّغْلِبُوْٓا اَلْفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ (سورۃ الانفال، سورۃ

হে নবী! তুমি মো'মেনদিগকে যুদ্ধ করিবার জন্য উদ্বুদ্ধ করিতে থাক, যদি তোমাদের জন্য কুড়িজন অটল থাকে, তাহা হইলে তাহারা দুইশতজনের উপরে বিজয়ী হইবে এবং যদি তোমাদের মধ্যে হইতে একশত জন থাকে তাহা হইলে তাহারা উহাদের এক হাজার জনের উপর বিজয়ী হইবে, যাহারা অবিশ্বাস করে, কারণ তাহারা এমন এক জাতি যাহারা বুঝে না।

(আনফাল: ৬৬)

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রহ.) বলেন- হযরত মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.)কে আদেশ করা হয় যে, মোমেনদের যুদ্ধ করতে উদ্বুদ্ধ কর। তারা সংখ্যায় কম হলেও আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি আছে যে তারা নিজেদের থেকে দশগুণ বেশি সংখ্যক সৈন্যের উপর জয়যুক্ত হতে পারে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, প্রত্যেক একা ব্যক্তি নিজের থেকে দশ গুণ বেশি মানুষের উপর জয়যুক্ত হবে।একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা বর্ণনা করা হয়েছে যে, যদি একশ হয় তবে এক হাজারের উপর জয়যুক্ত হবে যা সম্ভব।

এই আয়াতে একথার উল্লেখ করা হয়েছে যে, আপাদমস্তক তোমরা দুর্বল। পুরো খাবার জোটে না আর যুদ্ধের জন্য অস্ত্রও নেই। তাই তোমরা যদি একশ হও, তবে দুইশর উপর জয়যুক্ত হবে। কিন্তু যখন তোমাদের প্রভাব প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হবে তখন ভবিষ্যত প্রজন্মে এক হাজার সংখ্যক মুসলমান দশ হাজারের উপরও জয়যুক্ত হবে। ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য যে মহান বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে তার ভিত রেখেছেন প্রাথমিক যুগের মোমেনরাই।

আপত্তি নম্বর ২ (ছ)

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۭ وَمَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۭ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ

অনুবাদ: হে নবী! তুমি কাফের এবং মোনাফেকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর এবং তাহাদের ব্যাপারে কঠোর হও; বস্তুত তাহাদের বাসস্থান হইতেছে জাহান্নাম, এবং কতই না নিকৃষ্ট এই প্রত্যাবর্তন স্থল।

(সূরা তাহরীম: ১০)

এই আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রহ.) বলেন: যে জিহাদ নিজের জন্য নয়, বরং কেবল আল্লাহ্র জন্য করা হচ্ছে, সেখানে শত্রুদের প্রতি যুদ্ধের সময় কঠোরতা করার আদেশ রয়েছে, তা সে অন্তর যতই কোমল হোক। অপর একটি আয়াত থেকে এই কঠোরতার উপকারিতা বোঝা যায়। এর পরিণামে যারা যুদ্ধ অংশগ্রহণ করে নি, তারা ভয় পাবে এবং অন্যায়ভাবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না। যেমনটি বলা হয়েছে- فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ অর্থাৎ- তাহাদের পশ্চাদ্বর্তীদের মধ্যে ত্রাসের সৃষ্টি কর। (আনফাল: ৫৮)

আপত্তি নং ২ (জ)

وَدُّوْا لَوْ تَكْفُرُوْنَ كَمَا كَفَرُوْا فَتَكُوْنُوْنَ سَوَاۗءً فَلَا تَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ اَوْلِيَاۗءَ حَتّٰى يُهَاجِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۭ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوْهُمْ وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ ۠ وَلَا تَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا

অর্থ: তাহারা কামনা করে যে, তোমরাও সেইরূপ অস্বীকার কর যেইরূপ তাহারা অস্বীকার করিয়াছে যেন তোমরা সকলেই সমান হইয়া যাও। অতএব, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহারা আল্লাহ্র রাস্তায় হিজরত করে ততক্ষণ পর্যন্ত তাহাদের মধ্য হইতে কাহাকেও বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না। অতঃপর, যদি তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয় তাহা হইলে তোমরা তাহাদিগকে ধৃত কর এবং হত্যা কর যেখানে তোমরা তাহাদিগকে পাও; এবং তাহাদের মধ্য হইতে কাহাকেও বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না এবং সাহায্যকারী রূপেও না।

(আননিসা: ৯০)

আপত্তি নং ২ (ঝ)

قَاتِلُوْهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ بِاَيْدِيْكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ

অর্থ: তাহাদের সহিত যুদ্ধ কর; আল্লাহ্ তোমাদের হাত দিয়া তাহাদিগকে শাস্তি দেন এবং তাহাদিগকে লাঞ্ছিত করেন এবং তিনি তাহাদের বিরুদ্ধে সাহায্য করেন, এবং এতদ্বারা তিনি মোমেন জাতির মনে স্বস্তি প্রদান করেন।

(আত তওবা: ১৪)

আপত্তি নং ২ (ঞ)

وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ وَاَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ حَيْثُ اَخْرَجُوْكُمْ وَالْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۚ وَلَا تُقٰتِلُوْهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتّٰى يُقٰتِلُوْكُمْ فِيْهِ ۚ فَاِنْ قٰتَلُوْكُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ ۭ كَذٰلِكَ جَزَاۗءُ الْكٰفِرِيْنَ

অর্থ: এবং যেখানেই তোমরা তাহাদিগকে (অন্যায়ভাবে যুদ্ধকারীদিগকে) পাইবে হত্যা করিবে এবং তোমরাও তাহাদিগকে সেই স্থান হইতে বাহির করিয়া দিবে যেখান হইতে তাহারা তোমাদিগকে বাহির করিয়াছে, কেননা ফিৎনা হত্যা অপেক্ষা গুরুতর। এবং তোমরা মসজিদুল হারামের (মধ্যে এবং উহার) নিকটে তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিবে না- যে পর্যন্ত না তাহারা উহাতে তোমাদের সহিত যুদ্ধ করে। যদি তাহারা তোমাদের সহিত যুদ্ধ করে তাহা হইলে তোমরা তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিবে। ইহাই কাফেরদের সমুচিত প্রতিফল।

(আল বাকারা: ১৯২)

উপরোক্ত আয়াতসমূহে কাফেরদের প্রতি কঠোরতা অবলম্বনের শিক্ষা অনিবার্য হিসেবে ধরে নেওয়া হয়েছে, তার প্রতিক্রিয়ায় জামাতে আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতার একটি লেখনী উপস্থাপন করা হচ্ছে। এই উদ্ধৃতিতে তিনি উপরোক্ত আয়াতসমূহ এবং কুরআনে বিদ্যমান সেগুলির সদৃশ অন্যান্য আয়াত থেকে নেতিবাচক অর্থ গ্রহণকারীদের জন্য সদুত্তর দেওয়া হয়েছে।

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) বলেন- "অতঃপর আঁ হযরত (সা.) গোপনে মদিনায়

পৌঁছলেন এবং মদীনার অধিকাংশ লোক তাঁকে গ্রহণ করে নিল। এতে মক্কাবাসীদের ক্রোধ জ্বলে উঠল। তারা আক্ষেপ করল, আমাদের শিকার আমাদের হাত ছাড়া হয়ে গেল। অতঃপর তারা দিন রাত এই ষড়যন্ত্র করতে লাগল কিভাবে আঁ হযরত (সা.) কে হত্যা করা যায়। যে অল্প সংখ্যক লোক মক্কায় আঁ হযরত (সা.)–এর প্রতি ঈমান এনেছিল, তারাও মক্কা থেকে হিজরত করে বিভিন্ন দেশে চলে গিয়েছিল। কেউ কেউ আবিসিনিয়ার রাজার আশ্রয় নিয়েছিল। আর কেউ কেউ মক্কাতেই থেকে যায়। কেননা সফরের জন্য তাদের নিকট পথ খরচ ছিল না। তাদের অনেক কষ্ট দেওয়া হল। এরা কেমন করে দিন রাত ফরিয়াদ করতো তা কুরআন শরীফে বর্ণিত রয়েছে।

অতঃপর অস্বীকারকারী কোরেশদের অত্যাচার সীমা ছাড়িয়ে গেল। তারা গরীব স্ত্রীলোকদেরকে ও অনাথ শিশুদেরকে হত্যা করতে আরম্ভ করল। কোন কোন স্ত্রীলোককে এরূপ নির্মমভাবে হত্যা করা হল যে, তাদের দু'পা দড়ি দিয়ে দু' উটের সাথে বেঁধে সেই উট দু'টোকে বিপরীত দিকে দৌড়ানো হল। আর এভাবে সেই সব মহিলারা দু'টুকরো হয়ে মারা গেল।

যখন নিষ্ঠুর কাফেরদের অত্যাচার এতদূর পর্যন্ত পৌঁছল তখন সেই খোদা, যিনি অবশেষে নিজ বান্দাদের প্রতি করুণা করেন, তিনি নিজ রসুলের প্রতি ওহী অবতীর্ণ করলেন, 'অত্যাচারিতদের ফরিয়াদ আমার নিকট পৌঁছে গেছে। আজ আমি অনুমতি দিচ্ছি তোমরাও তাদের মোকাবেলা কর।আর স্মরণ রেখো,যারা নিরপরাধ লোকদের উপর অস্ত্র ধারণ করে তাদেরকে অস্ত্র দ্বারাই ধ্বংস করা হবে। কিন্তু তোমরা সীমালঙ্ঘন করো না। কেননা খোদা সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে ভালবাসেন না।'

এটাই হল ইসলামী জিহাদের প্রকৃত তাৎপর্য। এটাকে নিতান্ত অন্যায়ভাবে বিকৃত করে বর্ণনা করা হয়েছে। নিঃসন্দেহে খোদা (শাস্তি প্রদানে) ধীর। কিন্তু যখন কোন জাতির দুষ্কর্ম সীমা ছাড়িয়ে যায় তখন তিনি অত্যাচারীকে শাস্তি না দিয়ে ছাড়েন না এবং তিনি তাদের জন্য ধ্বংসের উপকরণ সৃষ্টি করে দেন। আমি জানি না আমাদের বিরুদ্ধবাদীরা কোথা থেকে এবং কার কাছ থেকে শুনেছে, ইসলাম অস্ত্র বলে প্রসার লাভ করেছে। খোদা তো কুরআন শরীফে বলেন, 'লা –ইকরাহা ফিদ্দীন। অর্থাৎ ইসলাম ধর্মে কোন জবরদস্তি নেই। তাহলে কে জবরদস্তির আদেশ দিল এবং জবরদস্তির কোন্ উপকরণই বা ছিল আর যাদেরকে জোর করে মুসলমান করা হয় তাদের ধর্ম বিশ্বাসও নিষ্ঠা কি এতখানি হতে পারে যে তারা বিনা বেতনে ও দু'তিন শ' হওয়া সত্ত্বেও যুদ্ধে হাজার হাজার মানুষের মুখোমুখি হয়? যখন তাদের সংখ্যা হাজার হাজার হয় তখন তারা কয়েক লক্ষ দুশমনকে পরাজিত করে দেয়। আর তারা ধর্মকে শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য ভেড়া ও ছাগলের ন্যায় জীবন দিয়ে দেয় এবং নিজেদের দিয়ে ইসলামের সত্যতার উপর মোহর লাগিয়ে দেয়। আর খোদার একত্বের প্রসারের জন্য এরূপ উদ্বুদ্ধ হয় যে, সন্ন্যাসীদের ন্যায় কঠোর ক্লেশ বরণ করে আফ্রিকার মরুভূমি পর্যন্ত পৌঁছে যায় এবং সে দেশে ইসলামকে প্রসারিত করে দেয়। তারা সব ধরণের কষ্ট স্বীকার করে চীন পর্যন্ত পৌঁছে এবং যোদ্ধারূপে নয় বরং সন্ন্যাসীরূপে এসব দেশে ইসলামের দিকে মানুষকে আহ্বান জানায়। এর ফল এই হল, তাদের কল্যাণময় প্রচারে এ দেশে কয়েকটি কোটি লোক মুসলমান হয়ে যায়। অতঃপর চট পরিধানকারী দরবেশ হিসাবে তারা ভারতবর্ষে আসে ও আর্য্যাবর্তের অনেক অংশে ইসলাম দিয়ে মানুষকে ধন্য করে দেয় এবং ইউরোপীয় সীমা পর্যন্ত 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'–এর আওয়ায পৌঁছিয়ে দেয়। তোমরা ধর্মতঃ বল, এ কাজ কি ঐসকল লোকের যাদেরকে জোর করে মুসলমান বানানো হয় এবং যাদের হৃদয়ে তারা অস্বীকারকারী ও মুখে মুসলমান? না, বরং এটা সেই সকল লোকের কাজ, যাদের হৃদয় ঈমানের জ্যোতিতে পূর্ণ ও যাদের হৃদয়ে খোদা ছাড়া আর কিছু থাকে না।"

(পায়গামে সুলাহ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড–২৩, পৃ: ৪৬৭)

হুযুর আনোয়ার (আই.) তাঁর পত্রে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এবং হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) যে উদ্ধৃতি উপস্থাপনন করেছেন তা পাঠকদের জ্ঞাতার্থে দেওয়া হল।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)–এর বাণী।

শর্তযুক্ত তালাক:হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এ বিষয়ে বলেন– "যদি শর্ত থাকে যে অমুক কিছু ঘটলে তালাক হবে আর সেই কাজ ঘটে, তবে সত্যি সত্যিই তালাক হয়ে যায়। যেমন, কেউ যদি বলে যে, অমুক ফল খেলে তালাক, আর সেই ফল খেয়ে ফেলে তবে তালাক হয়ে যায়।"

(আল বদর, নম্বর–২১, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৬২, ১২ই জুন,১৯০৩)

হযরত পীর সিরাজুল হক সাহেব নুমানী (রা.) লেখেন– হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.) বলেছেন, হাদীস কুরআনের উপর অগ্রাধিকার রাখে, মৌলবী সাহেব (মহম্মদ হোসেন বাটালবী)–এর এই মতবাদ কোনওভাবেই সঠিক নয়। শ্রোতাবর্গ! লক্ষ্যনীয় বিষয় এই যে, যেহেতু কুরআন শরীফ 'মাতলু'ওহী আর সমগ্র কুরআন করীম রসুলুল্লাহ (সা.)–এর যুগে একত্রিত করা হয়েছিল আর এটি ছিল খোদার বাণী। আর হাদীসের জন্য এমন ব্যবস্থা গৃহীত হয় নি আর তা আঁ হযরত (সা.)–এর যুগেও লিপিবদ্ধ হয় নি। আর কুরআন করীমের যে মর্যাদা রয়েছে তা হাদীসের নেই। কেননা হাদীস ধারাবাহিক বর্ণনার মাধ্যমে পৌঁছেছে। কোনও ব্যক্তি যদি শপথ করে বলে যে, কুরআন শরীফের প্রতিটি বর্ণ ঐশী বাণী, আর যদি তা না হয় তবে আমার স্ত্রীকে তালাক। শরিয়তের দৃষ্টিতে এতে তার স্ত্রীর জন্য তালাক কার্যকর হতে পারে না। আর যে ব্যক্তি হাদীস সম্পর্কে শপথ করে বলে যে, হাদীসে প্রতিটি অক্ষর অবিকল তাই আছে যা রসুলুল্লাহ (সা.)–এর মুখ থেকে নিঃসৃত হয়েছিল, আর যদি তা না হয় তবে আমার স্ত্রীকে তালাক। এক্ষেত্রে অবশ্যই তার স্ত্রীর জন্য তালাক প্রযোজ্য হবে। এটি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)–এর মৌখিক বক্তব্যের সারাংশ।

(তাযকেরাতুল মাহদী, প্রণেতা= হযরত পীর সীরাজুল হক নুমানী, পৃ: ১৬১, প্রকাশকাল: ১৯১৫)

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)–এর বাণী।

এক ভদ্রলোক তার স্ত্রীকে লেখে যে, যদি আমি তোমাকে এই বাড়িতে ডাকি অথবা তুমি নিজে আস, তবে তোমাকে তালাক। এখন সে নিজের বাড়িতে ডাকতে চান। যেহেতু লেখা হয়েছে যে, এই বাড়িতে এলে একটি তালাক কার্যকর হবে। যার থেকে তৎক্ষণাৎ নিকাহ ছাড়া প্রত্যাবর্তন সম্ভব। কিছুকাল অতিক্রান্ত হওয়ার পর নিকাহর মাধ্যমে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

প্রশ্ন: মোবাইল ফোনে বিভিন্ন অ্যাপের মাধ্যমে অন লাইনে অর্থ বাজি রেখে হারা–জেতার খেলায় অংশগ্রহণ করা, শিশুদের জন্মদিন পালন এবং সমাজ মাধ্যমে একে অপরকে সাধুবাদ জানানো সম্পর্কে দারুল কাযা কাদিয়ানের পক্ষ থেকে প্রশ্ন করা হলে হুযুর আনোয়ার ২০ শে জানুয়ারী ২০২০ তারিখের চিঠিতে লেখেন–

এই দুটি প্রশ্নেরই 'কাযা' (বিচার) বিভাগের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু আপনাদের জ্ঞাতার্থে উত্তর দিচ্ছি। যে কোনও রূপেই হোক, অর্থ বাজি রাখা, যেখানে অর্থ হারানোর আশঙ্কা থাকে অথবা জিতলে অতিরিক্ত অর্থ পাওয়া যায়, সেটিকে জুয়া বলা হয়। ইসলাম এটিকে সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ আখ্যায়িত করেছে। এই খেলা মুখোমুখি বসে খেলা হোক বা লটারীর মাধ্যমে বা বিভিন্ন অ্যাপসের মাধ্যমে, এর সকল রূপই জুয়া যা নিষিদ্ধ।

বাড়িতে শিশুদের পরিবারের সদস্যদের মধ্যে এভাবে জন্মদিন পালন করা হয়, কেক কাটা হয়, যার মধ্যে কোনও প্রকার বেদাত না থাকে, অর্থ অপচয় না থাকে, ইসলাম পরিপন্থী কিছু না থাকে, তবে তাতে কোনও অসুবিধে নেই। কিন্তু সেই সঙ্গে আল্লাহ্‌র রাস্তায় কিছু না কিছু সদকাও করা উচিত এবং শিশুদের উপদেশ দেওয়া উচিত যে, এই দিনটিতে তারা যেন বিশেষভাবে নফল পড়ে আল্লাহ্‌র কাছে এ বিষয়ের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে যে, তিনি তাকে সুস্থ ও সুন্দর জীবন দান করেছেন এবং ভবিষ্যত জীবনের জন্য আল্লাহ্ তা'লার কৃপা অন্বেষণ করে।

(আখবার আল ফযল কাদিয়ান, দারুল আমান, ২য় খণ্ড, নম্বর–১১৩) (ক্রমশ.....)

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

দোয়ার জন্য হৃদয় যখন বেদনায় পূর্ণ হয়ে যায় এবং সকল আবরণকে বিদীর্ণ করে ফেলে, সেই সময় বুঝে যাওয়া উচিত যে দোয়া কবুল হয়েছে। এটি মহান নাম। **(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১০০)**

দোয়াপ্রার্থী: **Pervez Hossain Sb, Bolpur, Birbhum**

যুগ খলীফার বাণী

আপনাদের সব সময় মনে রাখতে হবে যে জামাতের উন্নতি, ইসলামের পুনরুত্থান এবং বিশ্ব-শান্তি লাভ অবশ্যই মূলত খিলাফতে আহমদীয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত। **(২০১৯ সালে মার্শাল আইল্যাণ্ড জলসায় প্রদত্ত হুযুরের বার্তা)**

দোয়াপ্রার্থী: **Abdus Salam, Nararvita (Assam)**

জুমআর খুতবা

তোমরা তিন হাজার তিরন্দাজ হও বা ত্রিশ হাজার, আমি তোমাদের কোন পরোয়া করি না। আর আমার এই বীরত্ব দেখে আমায় ঈশ্বর মনে করো না। আমি এক মানব মাত্র এবং তোমাদের নেতা আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র তথা পৌত্র।

আঁ হযরত (সা.)-এর মহা মর্যাদাবান সাহাবী খলীফায়ে রাশেদ সিদ্দীকে আকবার হযরত আবু বাকার সিদ্দীক (রা.)-এর পবিত্র জীবনালেখ্য।

হুনাইনের যুদ্ধ, তায়েফের যুদ্ধ এবং তবুকের যুদ্ধের বর্ণনা।

তবুকের যুদ্ধের সময় হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর গৃহের সব সম্পদ নিয়ে উপস্থিত হন যা চার হাজার দিরহাম মূল্যমানের ছিল।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে **প্রদত্ত** ১১ ফেব্রুয়ারী, ২০২২, **এর জুমুআর খুতবা (১১ তবলীগ, ১৪০১ হিজরী শামসী)**

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:ইতিহাসে মক্কা বিজয়ের প্রেক্ষিতে হযরত আবু বকর (রা.)-এর একটি স্বপ্নের উল্লেখ পাওয়া যায়। বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আবু বকর (রা.) মহানবী (সা.)-এর সমীপে নিজের স্বপ্ন বর্ণনা করতে গিয়ে নিবেদন করেন যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমাকে স্বপ্ন দেখানো হয়েছে।(স্বপ্নে) আমি স্বপ্নে আপনাকে দেখেছি আর আমরা মক্কার নিকটবর্তী হয়েছি। তখন একটি মাদা কুকুর ঘেউ ঘেউ করে আমাদের দিকে আসে। যখন আমরা সেটির নিকটবর্তী হই তখন সেটি পিঠে ভর দিয়ে শুয়ে পড়ে আর সেটি থেকে দুধ বইতে থাকে। তখন রসূলুল্লাহ্ (সা.) তা'বীর করে বলেন, তাদের অনিষ্ট দূর হয়ে গেছে আর কল্যাণ নিকটবর্তী হয়েছে। তারা তোমার আত্মীয়তার দোহাই দিয়ে তোমার আশ্রয়ে আসবে আর তুমি তাদের কতিপয়ের সাথে মিলিত হবে। অতএব তুমি যদি আবু সুফিয়ানকে পাও তাহলে তাকে হত্যা কোরো না।

(দালায়েনুন নাবুয়্যত লিল বাইহাকি, ৫ম খণ্ড, পৃ:৪৮)

অতএব, মুসলমানরা আবু সুফিয়ান এবং হাকীম বিন হিযামকে মাররুয্ যাহরান নামক স্থানে ধরে ফেলে। ইবনে উক্ববা বর্ণনা করেন যে, আবু সুফিয়ান এবং হাকীম বিন হিযাম যখন ফিরে যাচ্ছিল তখন হযরত আব্বাস মহানবী (সা.)-এর সমীপে নিবেদন করেন যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আবু সুফিয়ানের ইসলাম (গ্রহণ) সম্পর্কে আমার সন্দেহ রয়েছে। আবু সুফিয়ান কীভাবে মহানবী (সা.) এর আনুগত্য করেছিল এবং ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বের কথা স্বীকার করেছিল, সেকথা পূর্বেও বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে। যাহোক হযরত আব্বাস বলেন, তাকে ফিরিয়ে আনুন যতক্ষণ না সে ইসলামকে ভালোভাবে বুঝে নেয় এবং আপনার সাথে আল্লাহ্‌র বাহিনীকে দেখতে পায়। অপর এক রেওয়ায়েতে ইবনে আবি শায়বা রেওয়ায়েত করেন যে, আবু সুফিয়ান যখন ফিরে যাচ্ছিল তখন হযরত আবু বকর (রা.) মহানবী (সা.)-এর সমীপে নিবেদন করেন যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি যদি আবু সুফিয়ান সম্পর্কে নির্দেশ দেন তাহলে তাকে পথিমধ্যে থামানো যেতে পারে। অরেকটি রেওয়ায়েতে ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন যে, আবু সুফিয়ান যখন ফিরে যাচ্ছিল তখন রসূলুল্লাহ্ (সা.) হযরত আব্বাসকে বলেন, তাকে অর্থাৎ আবু সুফিয়ানকে উপত্যকায় থামাও। অতএব হযরত আব্বাস আবু সুফিয়ানকে ধরে ফেলেন এবং থামান। এতে আবু সুফিয়ান বলে, হে বনী হাশেম (গোত্র)! তোমরা কী প্রতারণা করছ? হযরত আব্বাস বলেন, নবুওয়্যতের অনুসারীরা প্রতারণা করে না। অপর এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী তিনি বলেন, আমরা মোটেই প্রতারণাকারী নই। তুমি সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা কর যতক্ষণ না তুমি আল্লাহ্‌র বাহিনীকে দেখতে পাও আর তাদেরকে দেখতে পাও যাদের আল্লাহ্ তা'লা মুশরিকদের জন্য প্রস্তুত করেছেন। অতএব হযরত আব্বাস আবু সুফিয়ানকে সেই উপত্যকায় আটকে রাখেন যতক্ষণ না সকাল হয়।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৫ম খণ্ড , পৃ: ২১৮)

ইসলামী বাহিনী যখন আবু সুফিয়ানের সামনে দিয়ে যাচ্ছিল- তার উল্লেখ করতে গিয়ে সুবুলুল হুদা ওয়ার রশাদ পুস্তকে লেখা আছে যে, আবু সুফিয়ানের সামনে মহানবী (সা.)-এর সবুজ পোশাক পরিহিত বাহিনী দৃশ্যমান হয় যাদের মাঝে মুহাজের ও আনসাররা ছিল আর তাদের হাতে ঝান্ডা এবং পতাকা ছিল। আনসারদের প্রত্যেক গোত্রের কাছে একটি পতাকা এবং ঝান্ডা ছিল আর তারা লোহায় আবৃত ছিল, অর্থাৎ বর্ম ইত্যাদি যুদ্ধের পোশাকে সজ্জিত ছিল। কেবল তাদের চোখ দেখা যাচ্ছিল। তাদের মাঝে কিছুক্ষণ পরপর হযরত উমর (রা.)-এর উচ্চস্বর শোনা যাচ্ছিল। তিনি বলছিলেন, ধীরে চল যাতে তোমাদের প্রথম অংশ শেষ অংশের সাথে মিলিত হয়ে যায়। বলা হয়, এই বাহিনীতে এক হাজার বর্ম পরিহিত (সেনা) ছিল। মহানবী (সা.) হযরত সা'দ বিন উবাদা (রা.)-এর (হাতে) তাঁর পতাকা তুলে দেন আর তিনি সেনাদলের সম্মুখে ছিলেন। হযরত সা'দ যখন আবু সুফিয়ানের কাছে পৌঁছেন তখন তিনি (রা.) আবু সুফিয়ানকে ডেকে বলেন, আজকের দিন রক্তপাত করার দিন। আজকের দিনে নিষিদ্ধ বস্তুকে বৈধ করে দেওয়া হবে। আজকের দিনে কুরাইশরা লাঞ্ছিত হবে। তখন আবু সুফিয়ান হযরত আব্বাস (রা.)-কে বলে, হে আব্বাস! আজ আমার নিরাপত্তার দায়িত্ব তোমার ওপর ন্যস্ত। এরপর অন্যান্য গোত্র সেখান দিয়ে অতিক্রম করে। তারপর মহানবী (সা.) সেখানে উপস্থিত হন। তিনি তাঁর উটনী কাসওয়ায় আরোহিত ছিলেন। তিনি (সা.) হযরত আবু বকর এবং হযরত উসায়েদ বিন হুযায়ের এর মাঝে তাদের উভয়ের সাথে কথা বলতে বলতে এগিয়ে আসছিলেন। হযরত আব্বাস (রা.) আবু সুফিয়ানকে বলেন, ইনি হলেন, আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)। (সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৫ম খণ্ড , পৃ: ২২০-২২১)

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.) বর্ণনা করেন, মক্কা বিজয়ের সময় যখন মহানবী (সা.) মক্কায় প্রবেশ করেন তখন তিনি দেখেন, মহিলারা নিজেদের ওড়না দিয়ে ঘোড়াগুলোর মুখে আঘাত করে সেগুলোকে পেছনে সরাচ্ছিল। তখন তিনি (সা.) মুচকি হেসে হযরত আবু বকর (রা.)-এর প্রতি তাকান এবং বলেন, হে আবু বকর! হাস্‌সান বিন সাবেত কী বলেছে? তখন হযরত আবু বকর (রা.) নিম্নোক্ত পঙ্‌ক্তিগুলো পাঠ করেন,

عَدِمْتُ بُنَيَّتِيْ اِنْ لَمْ تَرَوْهَا تُثِيْرُ النَّقْعَ موعدها كَدَاءُ

يُنَازِعْنَ الْأَعِنَّةَ مُسْرِحَاتٍ يُلَطِّمُهُنَّ بِالْخُمُرِ النِّسَاءُ

অর্থাৎ, আমার প্রিয় কন্যা অপমানিত হবে যদি তুমি এমন সৈন্যদের ধূলি উড়াতে না দেখ, যাদের প্রতিশ্রুত স্থান হল কাদা পর্বত। সেই দ্রুত ধাবমান অশ্বগুলো নিজেদের লাগামগুলোকে টানছে, (আর) মহিলারা সেগুলোকে নিজেদের ওড়না দিয়ে আঘাত করছে। তখন মহানবী (সা.) বলেন, এই শহরে সেই পথে প্রবেশ কর যেদিক দিয়ে (প্রবেশ করতে) হাস্‌সান বলেছেন। অর্থাৎ, কাদা নামক স্থান দিয়ে।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৫ম খণ্ড , পৃ: ২২৭)) (শারাহ যারকানি, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪১৫, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বেরুত, ১৯৯৬)

আরাফাতের অপর নাম হল কাদা। এটি একটি পাহাড়ি পথ, যা মক্কার বহিরাংশ থেকে এসে অভ্যন্তরীণ মক্কায় মিলিত হয়। মক্কা বিজয়ের সময় এই স্থান দিয়েই মহানবী (সা.) মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন।

(ফারহাঙ্গে সীরাত, পৃ: ২৪২)

মক্কা বিজয়ের সময় মহানবী (সা.) যখন শান্তি ও নিরাপত্তার ঘোষণা দেন তখন হযরত আবু বকর (রা.) মহানবী (সা.)-এর সকাশে নিবেদন করেন যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আবু সুফিয়ান সম্মানিত হওয়া পছন্দ করে। তখন তিনি (সা.) বলেন, যে আবু সুফিয়ানের বাড়িতে প্রবেশ করবে বা আশ্রয় নিবে সে-ও নিরাপদ থাকবে।

(শারাহ যারকানি, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪১৫, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বেরুত, ১৯৯৬)

মক্কা বিজয়ের পর মহানবী (সা.) হুবল প্রতিমাকে ভূপাতিত করার নির্দেশ দেন। অতএব সেটিকে ভূপাতিত করা হয় এবং তিনি (সা.) সেটির পাশে দণ্ডায়মান ছিলেন। তখন হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম (রা.) আবু সুফিয়ানকে বলেন, হে আবু সুফিয়ান! হুবলকে ভূপাতিত করা হয়েছে, অথচ উহুদের যুদ্ধের দিন তুমি এর সম্পর্কে অনেক বড়াই করছিলে– যখন তুমি ঘোষণা করেছিলে যে, সে তোমাদেরকে পুরস্কৃত করেছে। তখন আবু সুফিয়ান বলে, হে আওয়ামের পুত্র! এসব কথা এখন বাদ দাও, কেননা আমি এখন নিশ্চিৎ যে, যদি মুহাম্মদ (সা.)-এর খোদা ছাড়া অন্য কোন খোদা থাকতো তাহলে আজ যা কিছু ঘটেছে তা ঘটতো না।

এরপর মহানবী (সা.) কাবাগৃহের এক কোণায় উপবিষ্ট হন এবং মানুষ তাঁর চতুষ্পার্শ্বে সমবেত ছিল। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, মক্কা বিজয়ের দিন মহানবী (সা.) উপবিষ্ট ছিলেন আর হযরত আবু বকর (রা.) উন্মুক্ত তরবারি হাতে তাঁর নিরাপত্তার জন্য তাঁর মাথার পাশে অর্থাৎ তাঁর শিয়রে দণ্ডায়মান ছিলেন।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৫ম খণ্ড , পৃ: ২২০-২২১)

হুনায়েন-এর যুদ্ধ সম্পর্কে উল্লেখ পাওয়া যায় যে, হুনায়েন-এর যু দ্ধের অপর নাম হাওয়াযেন-এর যুদ্ধ। এটিকে আওতাস এর যুদ্ধও বলা হয়। হুনায়েন মক্কা এবং তায়েফ-এর মাঝামাঝি মক্কা থেকে ত্রিশ মাইল দূরত্বে অবস্থিত একটি উপত্যকা। হুনায়েনএর যুদ্ধ ৮ হিজরী সনের শাওয়াল মাসে মক্কা বিজয়ের পর হয়েছিল। বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্ তা'লা যখন নিজ রসূল (সা.)-এর হাতে মক্কা জয় করান তখন হাওয়াযেন এবং সাকীফ গোত্রের নেতারা একে অপরের সাথে সাক্ষাৎ করে। তাদের শঙ্কা ছিল যে,মহানবী (সা.) তাদের সাথেও যুদ্ধ করবেন।

(আসসীরাতুল হালবিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৫১) (এটলাস সীরাত নববী, পৃ: ৪০৯, দারুস সালাম রিয়াধ, ১৪২৪ হিজরী)

মালেক বিন অওফ নাসরী আরব গোত্রগুলোকে একত্র করে। অতএব তার নিকট হাওয়াযেন গোত্রের পাশাপাশি বনু সাকীফ, বনু নাসর, বনু যুশম, সা'দ বিন বকর এবং বনু হেলালের কিছু মানুষ সমবেত হয়।

(সীরাত ইবনে হিশাম, পৃ: ৭৬১)

এরা সবাই সম্মিলিতভাবে আওতাস নামক স্থানে একত্রিত হয়। আওতাস হল হুনায়েন-এর নিকটবর্তী একটি উপত্যকা। মালেক বিন অওফ মহানবী (সা.) সম্পর্কে সংবাদ সংগ্রহ করার জন্য তার গোয়েন্দা প্রেরণ করে। মহানবী (সা.) যখন তাদের একত্রিত হবার সংবাদ পান তখন তিনি (সা.) তাঁর সাহাবীদের মধ্য থেকে আব্দুল্লাহ্ বিন আবু হাদরাদ আসলামী নামক এক ব্যক্তিকে তাদের সংবাদ সংগ্রহের জন্য প্রেরণ করেন। অতঃপর মহানবী (সা.) হাওয়াযেন গোত্রের মোকাবিলার জন্য যাত্রার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন আর যুদ্ধের জন্য সাফওয়ান বিন উমাইয়া এবং নিজের চাচাতো ভাই নওফেল বিন হারেস-এর কাছ থেকে অস্ত্র ধার নেন। এভাবে মহানবী (সা.) বারো হাজার সৈন্য নিয়ে বনু হাওয়াযেন-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন এবং ভোরবেলা হুনায়েন-এর প্রান্তে পৌঁছে উপত্যকায় প্রবেশ করেন। মুশরিক সৈন্যরা এই উপত্যকার গিরিপথে পূর্ব থেকেই লুকিয়ে ছিল। তারা মুসলমানদের উপর অতর্কিত আক্রমণ করে আর এত প্রচণ্ড তির বর্ষণ করে যে, মুসলমানরা পিছু হটে পলায়ন করে এবং ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়, যার কারণে মহানবী (সা.)-এর নিকট কেবল গুটিকতক সাহাবী রয়ে যায়, যাদের মাঝে হযরত আবু বকর (রা.)ও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

(আসসীরাতুল হালবিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৫১) (ফারহাঙ্গো সীরাত, পৃ: ৪৯)

আবু ইসহাক থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, এক ব্যক্তি বারা-এর নিকট এসে বলে, তোমরা হুনায়েন-এর দিন পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করেছিলে। তিনি বলেন, আমি মহানবী (সা.) সম্পর্কে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি (সা.) পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করেন নি, কিন্তু ত্বরাপরায়ণ এবং নিরস্ত্র কিছু মানুষ হাওয়ায়েন গোত্রের অভিমুখে যায়, যারা তিরন্দাজ জাতি ছিল। তারা এমনভাবে তির বর্ষণ করেছিল যেন মনে হচ্ছিল পঙ্গপাল (ঝাঁপিয়ে পড়ছে)। এর ফলে তারা তাদের স্থান ছেড়ে গিয়েছিল। (সহী মুসলিম, কিতাবুল জিহাদ, হাদীস-৪৬১৬)

এমন পরিস্থিতিতে মুহাজেরদের মধ্য থেকে হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত উমর (রা.) মহানবী (সা.)-এর পাশে অবিচল ছিলেন। আর মহানবী (সা.)-এর পরিবার-পরিজনদের মধ্য থেকে হযরত আলী (রা.), হযরত আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব (রা.), আবু সুফিয়ান বিন হারেস ও তার ছেলে ফযল বিন আব্বাস, রাবিয়া বিন হারেস এবং উসামা বিন যায়েদের উল্লেখ পাওয়া যায় যারা তাঁর সাথে ছিল।

(আস সীরাতুন নবুয়্যত লি ইবনে হিশাম, পৃ: ৭৬৪)

হযরত আবু কাতাদা (রা.) বর্ণনা করেন, হুনায়েন-এর যুদ্ধের সময়আমি মুসলমানদের মাঝে এক ব্যক্তিকে দেখি যে-কিনা এক মুশরিকের সাথে যুদ্ধরত ছিল এবং অপর এক মুশরিককে দেখি, যে প্রতারণা করে চুপিসারে তাকে হত্যার উদ্দেশ্যে পিছন থেকে তার উপর আক্রমণ করতে চায়। আমি লাফিয়ে তার দিকে অগ্রসর হই যে-কিনা একজন মুসলমানের ওপর এভাবে ধোঁকা দিয়ে আক্রমণ করতে চাইছিল। সে আমাকে মারার জন্য হাত উঠালে আমি তার হাতের উপর আক্রমণ করি এবং হাত কেটে ফেলি। সে আমাকে ধরে ফেলে এবং এত জোরে চেপে ধরে যে, আমি নিরুপায় হয়ে যাই। তারপর সে আমাকে ছেড়ে দেয় এবং নিস্তেজ হয়ে যায়। তখন আমি তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেই এবং হত্যা করি। অপরদিকে মুসলমানরা পরাজিত হয়ে পালিয়ে যায়। আমিও তাদের সাথে পিছিয়ে যাই। তিনি বলেন, অতঃপর লোকজন ফিরে এসে মহানবী (সা.)-এর কাছে একত্রিত হতে থাকে। তখন মহানবী (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করেছে বলে প্রমাণ উপস্থাপন করবেসে-ই নিহত ব্যক্তির জিনিসপত্র হত্যাকারীর হবে। অতএব আমি আমার হাতে নিহত ব্যক্তির বিষয়ে কোন সাক্ষী অন্বেষণ করার জন্য দণ্ডায়মান হই কিন্তু এমন কাউকে পাই নি যে আমার সপক্ষে সাক্ষ্য দিবে। আমি বসে পড়ি। হঠাৎ আমার স্মরণ হয় এবং আমি সেই নিহত ব্যক্তির ঘটনা মহানবী (সা.)-কে অবগত করি। তাঁর (সা.) পাশে বসা এক ব্যক্তি বলে, যার বিষয়ে ইনি উল্লেখ করছেন ঐ নিহত ব্যক্তির অস্ত্রসস্ত্র আমার কাছে। [অর্থাৎ যার কাছে সেই অস্ত্রটি ছিল, তিনি বলেন,] এই অস্ত্রগুলোর পরিবর্তে তাকে অন্য কিছু দিয়ে সন্তুষ্ট করুন। [সে বলে, আমার কাছে যে জিনিস আছে তা আমার কাছেই রাখতে দিন এবং তাকে অন্য কিছু দিয়ে দিন]। হযরত আবু বকর (রা.) সেখানে বসে ছিলেন। তিনি বলেন, অসম্ভব। মহানবী (সা.) কুরাইশের এক ভীতুকে জিনিস দিয়ে দিবেন আর আল্লাহ্র সিংহদের মাঝে এক সিংহকে বঞ্চিত রাখবেন যিনি আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (সা.)-এর পক্ষে যুদ্ধ করছেন! হযরত আবু কাতাদা (রা.) বলতেন, মহানবী (সা.) উঠে দাঁড়ান এবং সেগুলো আমাকে দিয়ে দেন। তদ্বারা আমি একটি খেজুর বাগান ক্রয় করি এবং ইসলাম (গ্রহণের)-পর এটিই আমার গড়া প্রথম সম্পত্তি। (সহী বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, হাদীস-৪৩২২)

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বর্ণনা করেন, স্মরণ রেখো, ইতিহাস থেকে জানা যায়, হুনায়নের যুদ্ধে মক্কার কাফের সৈন্যরা একথা বলে যখন ইসলামে অনুপ্রবেশ করে যে, আজ আমরা আমাদের বীরত্বের পরিচয় দিব। কিন্তু বনু সাকীফের আক্রমণের তীব্রতা সইতে না পেরে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করে, তখন এমন এক মুহূর্ত আসে যখন মহানবী (সা.)-এর আশপাশে কেবল বারো জন সাহাবী অবশিষ্ট ছিলেন। ইসলামী সৈন্যদল যাদের সংখ্যা ছিল দশ হাজার, তারা তখন দিগ্বিদিক পলায়ন করতে থাকে। কাফের সেনাদল ছিল তিন হাজার তিরন্দাজ বিশিষ্ট। তারা তাঁর (সা.)-এর ডান-বামের পাহাড়গুলোতে চড়ে তাঁর ওপর তির বর্ষণ করছিল।কিন্তু তখনও তিনি (সা.) পশ্চাৎপদ হতে চান নি বরং সম্মুখে অগ্রসর হতে চান। হযরত আবু বকর (রা.) কিছুটা শঙ্কিত হয়ে মহানবী (সা.)-এর বাহনের লাগাম ধরে ফেলেন এবং নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আমার প্রাণ আপনার জন্য নিবেদিত, এখন সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার সময় নয়। মুসলিম সৈন্যরা একত্রিত হলে পরে আমরা সম্মুখে অগ্রসর হব। কিন্তু মহানবী (সা.) অত্যন্ত দীপ্তকণ্ঠে বলেন, আমার বাহনের লাগাম ছেড়ে দাও। এরপর তিনি (সা.) গোড়ালি মেরে [তথা বাহন হাঁকিয়ে] সম্মুখে অগ্রসর হনআর বলতে থাকেন "আনান্ নাবিয়্যু লা কাজিব, আনা ইবনু আব্দিল মুত্তালিব"অর্থাৎ, আমি প্রতিশ্রুত নবী, যার সুরক্ষার বিষয়ে স্থায়ী প্রতিশ্রুতি দেয়ো হয়েছে। আমি ভণ্ড নবী নই। তাই তোমরা তিন হাজার তিরন্দাজ হও বা ত্রিশ হাজার, আমি তোমাদের কোন পরোয়া করি না।

আর আমার এই বীরত্ব দেখে আমায় ঈশ্বর মনে করো না। আমি এক মানব মাত্র এবং তোমাদের নেতা আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র তথা পৌত্র।

মহানবী (সা.)-এর চাচা হযরত আব্বাস (রা.)-এর গলার স্বর উঁচু ছিল। তিনি (সা.) চাচার দিকে তাকিয়ে বলেন, হে আব্বাস! সম্মুখে এসো এবং উচ্চস্বরে ডাক দিয়ে বলো, হে সূরা বাকারার সাহাবীগণ! [অর্থাৎ যারা সূরা বাকারা মুখস্ত করেছে], হে হুদায়বিয়ার দিন বৃক্ষতলে বয়আতকারীগণ! খোদার রসূল তোমাদেরকে আহ্বান করছেন।

একজন সাহাবী বলেন, মক্কার সাম্প্রতিক নব-মুসলিমদের ভীরুতার কারণে ইসলামী সৈন্যবাহিনীর সম্মুখ সারি যখন পেছন দিকে পলায়নপর হয় তখন খুতবার মধ্যের অংশআমাদের বাহনগুলোও ছুটতে থাকে আর আমরা যতই বাধা দিচ্ছিলাম, সেগুলো ততই পেছন দিকে দৌড়াচ্ছিল। ইতোমধ্যে হযরত আব্বাস (রা.)'র ধ্বনি যুদ্ধক্ষেত্রে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে অর্থাৎ, হে সূরা বাকারার সাহাবীগণ! হে হুদায়বিয়ার দিন বৃক্ষতলে বয়আ'তকারীগণ! আল্লাহ্র রসূল তোমাদেরকে ডাকছেন। বর্ণনাকারী বলেন, এই ধ্বনি যখন আমার কানে এল তখন আমার মনে হল, আমি জীবিত নই-মৃত। আর ইসরাফিলের শিঙ্গা বাতাসে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। আমি নিজের উটের লাগাম সজোরে টেনে ধরলাম আর এর মাথা পিঠের সাথে লেগে গেল। কিন্তু সেটি এতই উদ্‌ভ্রান্ত ছিল যে, যেই না আমি লাগাম ঢিল দিলাম অমনি সে পিছনের দিকে দৌড়াতে শুরু করল। এতে আমি এবং আরও

অনেক সঙ্গী তরবারি বের করি। কয়েকজন তো উটের পিঠ থেকে লাফিয়ে নেমে যায় আর কয়েকজন উটের গলা কেটে ফেলে মহানবী (সা.)-এর দিকে দৌড়াতে শুরু করে। কয়েক মুহূর্তেই সেই দশ হাজার সাহাবীর বাহিনী- যারা মক্কা অভিমুখে পলায়নপর ছিল, তারা মহানবী (সা.)-এর পাশে সমবেত হয়ে যায়। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই পাহাড়ে আরোহণ করে তারা শত্রুপক্ষকে তছনছ করে ফেলে আর এই ভয়ংকর পরাজয় এক সুমহান বিজয়ে রূপান্তরিত হয়। (তফসীর কবীর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৪০৯-৪১০)

তায়েফের যুদ্ধ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, তায়েফ মক্কা থেকে পূর্বে প্রায় নব্বই কিলোমিটার দূরে অবস্থিত হেজাযের একটি বিখ্যাত পাহাড়ী শহর। সেখানে আঙ্গুর এবং অন্যান্য ফল প্রচুর পরিমাণে হত। এখানে বনু সাকীফ (গোত্র) বাস করত। (ফারহাঙ্গে সীরাত, পৃ: ১৭৮)

হাওয়াযেন এবং সাকীফের বেশিরভাগ পরাজিত সদস্যরা নিজেদের নেতা মালেক বিন অওফ নাসরী'র সাথে পালিয়ে তায়েফেই এসেছিল আরএখানেই দুর্গাবদ্ধ হয়ে যায়। অতএব, মহানবী (সা.) হুনায়েন থেকে কার্য সম্পাদন করে এবং জি'রানাতে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ জড়োকরিয়ে (তা) বণ্টন করেন। আর এই অষ্টম হিজরীর শওয়াল মাসেই তায়েফ অভিমুখে যাত্রা করেন। (আররাহীকুল মাখতুম, পৃ: ৫৬৭)

জি'রানা মক্কা এবং তায়েফের পথে মক্কার নিকটবর্তী একটি কূপের নাম এবং মক্কা থেকে এর দূরত্ব সাতাইশ কিলোমিটার।

(ফারহাঙ্গে সীরাত, পৃ: ১৭৮)

মহানবী (সা.) কতদিন তায়েফ অবরোধ করে রেখেছিলেন এ বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন রেওয়ায়েত পাওয়া যায়। কেউ কেউ বলেছেন, দশরাতের কিছু বেশি কাল অবরোধ করেছিলেন। কয়েকজন বলেছেন, বিশ রাতের চেয়ে কিছু অধিক সময় অবরোধ করে রেখেছিলেন। এটাও বলা হয় যে, বিশ দিন অবরোধ করে রাখেন। একটি রেওয়ায়েতে উল্লেখ করা হয়েছে, মহানবী (সা.) প্রায় ত্রিশ রাত তায়েফবাসীদের অবরোধ করে রাখেন।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৩৮৮)

ইবনে হিশাম বলেন, এটাও বলা হয় যে, [তাদেরকে মহানবী (সা.)] সতেরো রাত অবরোধ করে রেখেছিলেন।

(আস সীরাতুন নবুয়্যত লি ইবনে হিশাম, পৃ: ৭৯২)

সহীহ্ মু সলিম শরীফে হযরত আনাস (রা.) বর্ণিত রেওয়ায়েত হল, আমরা চল্লিশ রাত পর্যন্ত তাদের অবরোধ করে রাখি।

(সহী মুসলি, কিতাবুয যাকাত, হাদীস-২৪৪২)

মহানবী (সা.) যখন তায়েফে সাকীফদের অবরুদ্ধ করে রেখেছিলেন তখন হযরত আবু বকর (রা.)-কে বলেন, হে আবু বকর! আমি স্বপ্নে দেখেছি, আমাকে মাখনে পূর্ণ একটি পেয়ালা পরিবেশন করা হয়েছে কিন্তু একটি মোরগ তাতে ঠোকর দিল, ফলে পেয়ালাতে যা কিছু ছিল সব পড়ে গেল। হযরত আবু বকর (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্ র রসূল (সা.)! তাদেরকে অবরোধের পেছনে আপনার উদ্দেশ্য আজকের দিনে অর্জি ত হবে বলে আমি মনে করি না। মহানবী (সা.) বলেন, আমিও তেমনটি হবে বলে মনে করি না। কিছুক্ষণ পর হযরত উমর (রা.) নিবেদন করেন, আমি কি লোকদের মাঝে যাত্রার ঘোষণা করিয়ে দেবো কি? মহানবী (সা.) বলেন, কেন নয়? তখন হযরত উমর (রা.) লোকদেরকে যাত্রা করার ঘোষণা দিলেন অর্থাৎ, প্রত্যাবর্তনের ঘোষণা দিলেন।

(আস সীরাতুন নবুয়্যত লি ইবনে হিশাম, পৃ: ৭৯৩)

তাবুক যুদ্ধ ৯ হিজরীর রজব মাঝে সংঘটিত হয়। এ বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে যে, তাবুক মদীনা থেকে সিরিয়াগামী সেই রাজপথের পাশে অবস্থিত, যা সাধারণ বাণিজ্যিক কাফেলাগুলোর আসা-যাওয়ার পথ ছিল। এটি 'ওয়াদিউল কুরা' এবং সিরিয়ার মধ্যবর্তী একটি শহর ছিল। একে 'আসহাবুল আয়কা'র শহরও বলা হয়। এর প্রতি হযরত শুআয়েব (আ.) প্রেরিত হয়েছিলেন। (মুজামুল বুলদান, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৪)

হযরত আবু বকর (রা.) তাবু কের যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সাথে ছিলেন এবং মহানবী (সা.) তাবুকের যুদ্ধে বড় পতাকা তার হাতে তুলে দিয়েছিলেন।

(আত তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৩১)

হযরত আবু বকর (রা.) তাবুকের যুদ্ধের সময় নিজের সমস্ত অর্থ-সম্পদ মহানবী (সা.)-এর চরণে উপস্থাপন করেছিলেন যার পরিমাণ ছিল চার হাজার দিরহাম। (শারাহ যারকানি, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬৯)

মহানবী (সা.) যখন সাহাবীদের তাবুকের যুদ্ধের প্রস্তুতি নেওয়ার নির্দেশ দেন তখন তিনি (সা.) মক্কা এবং অন্যান্য আরব গোত্রগুলোকেও সংবাদ প্রেরণ করেন যে, তারা যেন তাঁর (সা.) সহযাত্রী হয়। আর তিনি (সা.) ধনীদেরকে আল্লাহ্র পথে অর্থ ব্যয় করার এবং বাহন সরবরাহ করার আহ্বান জানান। মহানবী (সা.) এ বিষয়ের তাগিদপূর্ণ নির্দেশ প্রদান করেন আর এটি তাঁর সশরীরে অংশগ্রহণ করা শেষ যুদ্ধ ছিল। অতএব, এসময় সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি সম্পদ নিয়ে আসেন তিনি হলেন, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)। তিনি, অর্থাৎ হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর গৃহের সব সম্পদ নিয়ে উপস্থিত হন যা চার হাজার দিরহাম মূল্যমানের ছিল। মহানবী (সা.) হযরত আবু বকর (রা.)-কে জিজ্ঞেস করেন, পরিবার-পরিজনের জন্য কিছু রেখে এসেছেন কী? উত্তরে তিনি (রা.) নিবেদন করেন, পরিবারের জন্য আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্র রসূলকে রেখে এসেছি।

হযরত উমর (রা.) তাঁর ঘরের অর্ধেক সম্পদ নিয়ে আসেন। তখন মহানবী (সা.) হযরত উমর (রা.)-কে জিজ্ঞেস করেন, তোমার পরিবার-পরিজনেরজন্যেও কি কিছু রেখে এসেছ? উত্তরে তিনি (রা.) নিবেদন করেন, অর্ধেক সম্পদ রেখে এসেছি। এ উপলক্ষে হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.) একশ অওকিয়া প্রদান করেন। এর পরিমান প্রায় চার হাজার দিরহাম হয়। এরপর মহানবী (সা.) বলেন, উসমান বিন আফ্ফান এবং আব্দুর রহমান বিন অওফ হল, ধরাপৃষ্ঠে আল্লাহ্ তা'লার ধনভাণ্ডারগুলোর মধ্য থেকে দু'টি ধনভাণ্ডার যারা আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় করে আর তারা অনেক সম্পদ দিয়েছে। এ সময় মহিলারাও তাদের অলঙ্কারাদি প্রদান করেন এবং হযরত আসেম বিন আদী (রা.) ৭০ ওসাক খেজুর প্রদান করেন, যা প্রায় ২৬২ মণ দাড়ায়।

(আসসীরাতুল হালবিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৮৩-১৮৪) (লুগাতুল হাদীস, ১ম খণ্ড, পৃ: ৮২) (লুগাতুল হাদীস, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৪৮৭)

৪০ কেজিতে এক মণ ধরলে প্রায় এক টনের বেশি হয়। অর্থাৎ, প্রায় দেড় টনের মত হয়।

যায়েদ বিন আসল তার পিতার বরাতে রেওয়ায়েত করেন, আমি হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.)-কে একথা বলতে শুনেছি যে, মহানবী (সা.) আমাদেরকে সদকা করার নির্দেশ দেন। তখন আমার কাছে সম্পদ ছিল, তাই আমি ভাবলাম, কোনদিন যদি আমি তাঁর চেয়ে এগিয়ে যেতে পারি তাহলে সেটি হল আজকের দিন। তিনি (রা.) বলেন, আমি আমার অর্ধেক সম্পদ নিয়ে আসি। তখন মহানবী (সা.) জিজ্ঞেস করেন, তোমার পরিবারের জন্য তুমি কী রেখে এসেছ? হযরত উমর (রা.) বলেন, আমি নিবেদন করি, আরও এতটুকু। অর্থাৎ, যতটুকু নিয়ে এসেছি এর সমপরিমান পরিবারের জন্য রেখে এসেছি। এরপর হযরত আবু বকর (রা.) সেসব(সম্পদ) নিয়ে আসেন যা তাঁর কাছে ছিল। অর্থাৎ, এরপর হযরত আবু বকর (রা.) আসেন আর হযরত উমর (রা.) বলেন, তাঁর কাছে যা ছিল (তিনি) সেসব কিছুই নিয়ে আসেন। তখন মহানবী (সা.) জিজ্ঞেস করেন, হে আবু বকর! তুমি তোমার পরিবারপরিজনের জন্য কী রেখে এসেছ? তিনি (রা.) নিবেদন করেন, আমি তাদের জন্য আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (সা.)-কে রেখে এসেছি।

হযরত উমর (রা.) বলেন, তখন আমি বলি, আল্লাহ্র কসম! আমি তাঁর থেকে কখনো কোনো ক্ষেত্রে অগ্রগামী হতে পারব না।

(সুনান তিরমিযি, কিতাবুল মানাকিব, হাদীস-৩৬৭৫)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "এক ছিল সেই যুগ যখন ঐশী ধর্মের জন্য মানুষ অকাতরে নিজেদের জীবন কুরবানীর পশুর ন্যায় উৎসর্গ করত, ধনসম্পদতো দূরে থাক! হযরত আবু বকর (রা.) তো একাধিকবার নিজের সাকুল্য সম্পদ উৎসর্গ করেছেন, এমনকি বাড়িতে একটি সুঁইও রাখেন নি। অনুরূপভাবে হযরত উমর (রা.) তাঁর সামর্থ্য ও সঙ্গতি অনুসারে এবং হযরত উসমান তাঁর সাধ্য ও অবস্থা অনুসারে একইভাবে পদমর্যাদা অনুপাতে সব সাহাবী তাঁদের জীবন ও সম্পদ এই ঐশী ধর্মের জন্য উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হয়ে যান। এরপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) দীক্ষিতদের সম্পর্কে বলেন, এক দল হল তারা যারা বয়আ'ত তো করে যায় এবং অঙ্গীকারও করে যায় যে, ধর্মকে আমরা জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দিব কিন্তু সাহায্য ও সহযোগিতার প্রয়োজন পড়লে নিজেদের পকেট চেপে ধরে রাখে। এমন জগতপ্রীতির মাধ্যমে কেউ কি ধর্মীয় লক্ষ্য অর্জন করতে পারে? আর এমন লোকদের অস্তিত্ব কি আদৌ কল্যাণকর হতে পারে? কক্ষনো নয়, কক্ষনো নয়।" পুনরায় তিনি (আ.) বলেছেন, "আল্লাহ্ তা'লা বলেন, لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ অর্থাৎ, যতক্ষণ তোমরা সেই সম্পদ ব্যয় না করবে যা তোমাদের প্রিয় ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের পুণ্য (প্রকৃত অর্থে) পুণ্য নয়। (মালফুযাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৪০)

হযরত আবু বকর (রা.)'র মহানবী (সা.)-এর সাথে একত্রে একজন সাহাবীকে দাফন করার ঘটনা সম্পর্কে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেন, তাবু কের যুদ্ধে আমি মহানবী (সা.)-এর সাথে ছিলাম। একদিন মাঝরাতে আমার ঘুম ভাঙলে আমিসেনাশিবিরের একপাশে আগুনের শিখা দেখতে পাই। তাই আমি সেদিকে দেখতে যাই যে, কী হয়েছে। সেখানে গিয়ে আমি মহানবী(সা.), হযরত আবু বকর ও হযরত উমর (রা.)-কে দেখতে পাই। এছাড়াও আমি দেখি, হযরত আব্দুল্লাহ্ যুলবিজাদাইন মুযনী (রা.) মৃত্যুবরণ করেছেন এবং তাঁরা তার জন্য কবর খুঁড়ে রেখেছেন। মহানবী (সা.) কবরে নেমেছিলেন আর হযরত আবু বকর ও হযরত উমর (রা.) তার মরদেহ নামিয়ে তাঁর (সা.) হাতে দিচ্ছিলেন আর তিনি (সা.) বলছিলেন, তোমরা দু'জন তোমাদের ভাইকে আমার কাছে নিয়ে এসো। অতএব, তারা দু'জন হযরত আব্দুল্লাহ্ যুলবিজাদাইনের মরদেহ মহানবী (সা.)-এর দিকে এগিয়ে দেন। তিনি (সা.) যখন তাকে কবরে সমাহিত করেন তখন তিনি (সা.) দোয়া করেন, اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَمْسَيْتُ رَاضِيًا عَنْهُ فَارْضَ عَنْهُ অর্থাৎ, হে আল্লাহ্! আমার সন্ধ্যা হয়েছে তার প্রতি সন্তুষ্ট অবস্থায়, তাই তুমিও তার প্রতি সন্তুষ্ট হও।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেন, সেই সময় আমার মনে এই আকাঙ্ক্ষা হচ্ছিল যে, হায়! এই কবরে সমাহিত ব্যক্তি যদি আমি হতাম! (সীরাত ইবনে হিশাম, পৃ: ৮২২)

হযরত আব্দুল্লাহ্ যুলবিজাদাইন (রা.) বনু মুযায়না গোত্রের সদস্য ছিলেন। তার সম্পর্কে জানা যায়, তার শৈশবেই তার পিতা মারা যান, উত্তরাধিকারসূত্রে তিনি কিছুই পান নি। তার চাচা সম্পদশালী মানুষ ছিল, সেই চাচা তাকে লালনপালন করে, এভাবে তিনি (রা.)ও সম্পদশালী হয়ে যান। মক্কা বিজয়ের পর তিনি ইসলাম গ্রহণ করলে তার চাচা তার কাছ থেকে সবকিছু ছিনিয়ে নেয়, এমনকি তার পরনের লুঙ্গিটিও কেড়ে নেয়। তখন তার মা এসে নিজের চাদর দু'টুকরো করে তাকে দেন, হযরত আব্দুল্লাহ্ একটি টুকরো লুঙ্গি হিসেবে পরিধান করেন এবং অপর টুকরোটি গায়ে জড়িয়ে নেন। এরপর তিনি মদীনায় আসেন এবং মসজিদে গিয়ে শুয়ে পড়েন আর পরদিন মহানবী (সা.)-এর সাথে ফজরের নামায পড়েন। বর্ণনাকারী বলেন, মহানবী (সা.) ফজরের নামায শেষ করার পর লোকদেরকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতেন; [লক্ষ্য করতেন, কে কে রয়েছে আর নতুন কেউ আছে কিনা?] মহানবী (সা.) হযরত আব্দুল্লাহ্ (রা.)-কে দেখে আগন্তুক মনে করেন আর হযরত আব্দুল্লাহ্ (রা.)-কে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কে? হযরত আব্দুল্লাহ্ (রা.) নিজের বংশ পরিচয় তুলে ধরেন। একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি (রা.) বলেন, আমার নাম আব্দুল উয্যা। একথা শুনে মহানবী (সা.) বলেন, তুমি হলে, আব্দুল্লাহ্ যুলবিজাদায়ন, অর্থাৎ দুই চাদরবিশিষ্ট ব্যক্তি। এরপর তিনি (সা.) বলেন, তুমি আমার কাছাকাছিই থাকবে। অতএব, তিনি (রা.) মহানবী (সা.)-এর অতিথিদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মহানবী (সা.) তাকে কুরআন শরীফ শেখাতেন, এভাবে তিনি (রা.) কুরআনের অনেকখানি মুখস্ত করে ফেলেন। এছাড়া তিনি (রা.) উচ্চ কণ্ঠস্বরের অধিকারী ছিলেন।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৪৫৯-৪৬০)

হজ্জের সময় হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)'র হজ্জের আমীর হিসেবে দায়িত্ব পালন করা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) ৯ম হিজরী সনে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-কে হজ্জের আমীর হিসেবে মক্কায় প্রেরণ করেছিলেন। এর বিস্তারিত বিবরণ হল, মহানবী (সা.) তাবু ক থেকে ফিরে এসে হজ্জে যাবার সংকল্প করেন। তখন তাঁকে জানানো হয়, অন্য মানুষের সাথে একত্রে মুশরিকরাও হজ্জ করে; [সেখানে মুশরিকরাও থাকবে] এবং তারা শিরকে কলুষিত বাক্যও উচ্চারণ করে আর উলঙ্গ হয়ে কা'বা শরীফ তওয়াফ করে। এসব কথা শুনে মহানবী (সা.) এ বছর হজ্জের ইচ্ছা পরিত্যাগ করেন এবং হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-কে হজ্জের আমীর হিসেবে প্রেরণ করেন।

(আর রওজুল উনাফ ফি তাফসীর আসসীরাতুননবুয়্যাহ লি ইবনে হিশাম, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৩১৮-৩১৯) (উমদাতুল ক্বারী, কিতাবুল হজ্জ, ৯ম খণ্ড, পৃ: ৩৮৪)

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) তিনশ ' সাহাবীর সাথে মদীনা অভিমুখে যাত্রা করেন এবং মহানবী (সা.) তাদের সাথে বিশটি কুরবানীর পশু প্রেরণ করেন। যেগুলোর গলায় স্বয়ং মহানবী (সা.) নিজ হাতে কুরবানীর চিহ্নস্বরূপ মালা পড়িয়ে দেন এবং চিহ্নিত করে দেন। এছাড়া হযরত আবু বকর (রা.) নিজের সাথে পাঁচটি কুরবানীর পশু নিয়ে যান।

(আসসীরাতুল হালবিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৯৫)

রেওয়ায়েত রয়েছে, হজ্জের সময় হযরত আলী (রা.) সূরা তওবার প্রাথমিক আয়াতগুলো পাঠ করে শোনান। রেওয়ায়েতটি হল , আবু জাফর মুহাম্মদ বিন আলী রেওয়ায়েত করেছেন, যখন সূরা বারাআ, অর্থাৎ সূরা তওবা মহানবী (সা.)-এর প্রতি অবতীর্ণ হয় তখন ইতোমধ্যে তিনি (সা.) হযরত আবু বকর (রা.)-কে আমীর হিসেবে হজ্জে প্রেরণ করে দিয়েছিলেন। মহানবী (সা.)-এর সমীপে নিবেদন করা হয়, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! এই সূরাটি হযরত আবু বকর (রা.)'র নিকট প্রেরণ করুন যাতে সেখানে তিনি তা পড়ে শোনাতে পারেন তখন মহানবী (সা.) বলেন, আমার আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত কোন ব্যক্তি ছাড়া আমার পক্ষ থেকে এই দায়িত্ব আর কেউ পালন করতে পারবে না। এরপর তিনি (সা.) হযরত আলীকে (রা.)-কে ডেকে এনে তাকে বলেন, সূরা তওবার প্রারম্ভিক আয়াতে (যে শিক্ষা) বর্ণিত হয়েছে তা নিয়ে যাও আর কুরবানীর দিন লোকেরা যখন মিনায় একত্রিত হবে তখন সেখানে ঘোষণা করে দিবে যে, জান্নাতে কোন কাফির প্রবেশ করবে না এবং এ বছরের পর থেকে কোন মুশরিক হজ্জ করার অনুমতি পাবে না আর কাউকে উলঙ্গ অবস্থায়কা'বা শরীফ তওয়াফ করার অনুমতিও দেওয়া হবে না। কিন্তু যার সাথে মহানবী (সা.) চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন তার চুক্তির মেয়াদ পূর্ণ করা হবে।

হযরত আলী বিন আবু তালেব (রা.) মহানবী (সা.)-এর উট আযবাতে আরোহণ করে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে তিনি (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)-এর সাথে মিলিত হন। হযরত আলী (রা.) এর সাথে হযরত আবু বকর (রা.)-এর সাক্ষাৎ হয় আরজ অথবা যুজানান উপত্যকায়। আরজ হল মক্কা থেকে মদীনাগামী রাস্তার পাশে অবস্থিত একটি উপত্যকা যেখানে কাফেলা যাত্রা বিরতি দিত। আর যুজানান মদীনার পথে মক্কার পাশে অবস্থিত একটি স্থান যা মক্কা থেকে ২৫ মাইল দূরে অবস্থিত। যাহোক হযরত আবু বকর (রা.) যখন রাস্তায় হযরত আলী (রা.)কে দেখেন তখন তিনি (রা.) বলেন, আপনাকে আমীর নিযুক্ত করা হয়েছে নাকি আপনি আমার অধীনস্থ হবেন? বিনয়ের পরাকাষ্ঠা দেখুন! হযরত আবু বকর (রা.) তৎক্ষণাৎ বলেন, মহানবী (সা.) আপনাকে প্রেরণ করেছেন,আপনি আমীর হবেন, নাকি আপনি আমার অধীনে এই কাফেলার সাথে যাবেন। উত্তরে হযরত আলী (রা.) বলেন, আমি আপনার অধীনে থাকব। এরপর দুজনেই যাত্রা করেন। হযরত আবু বকর (রা.) মানুষের হজ্জের বিভিন্ন বিষয়ের তত্ত্বাবধান করেন। সেবছর আরববাসীরা তাদের সেই জায়গায়ই তাবু স্থাপন করেছিল যেখানে তারা অজ্ঞতার যুগে তাবু গাড়তো।

কুরবানীর দিন এলে হযরত আলী (রা.) লোকদের মাঝে মহানবী (সা.)-এর সেই নির্দেশের ঘোষণা করে বলেন, হে লোকেরা! জান্নাতে কোন কাফের প্রবেশ করবে না এবং এবছরের পর কোনো মুশরেক হজ্জ করবে না আর কাউকে উলঙ্গ দেহে কা'বা শরীফ তওয়াফ করার অনুমতি দেয়া হবে না। যার সাথে মহানবী (সা.) কোন চুক্তি করেছেন সেটির(অর্থাৎ কৃত চুক্তির) মেয়াদ পূর্ণ করা হবে। এছাড়া লোকদেরকে ঘোষণার দিন থেকে চার মাস পর্যন্ত সুযোগ দেওয়া হয় যাতে সকল জাতি তাদের নিরাপদ স্থান অথবা নিজেদের অঞ্চলে ফিরে যেতে পারে। এরপর কোনো মুশরেকের সাথে কোনো চুক্তি হবে না আর কোন দায়-দায়িত্বও থাকবে না, তবে সেই অঙ্গীকার বা চুক্তি ব্যতীত যা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পক্ষ থেকে কোনো নির্ধারিত সময় পর্যন্ত রয়েছে। অর্থাৎ যেসব চুক্তির সময় সীমা এখনো বাকি আছে সেগুলো ব্যতীত নতুন কোনো চুক্তি হবে না। এ বছরের পর আর কোনো মুশরেক হজ্জ করে নি এবং কেউ নগ্ন শরীরে কা'বা শরীফর তওয়াফও করে নি।

একটি রেওয়ায়েতে রয়েছে, হযরত আলী বর্ণনা করেন, হযরত আবু বকর (রা.) আরফায় আসেন এবং মানুষের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা শেষ করার পর তিনি (রা.) আমাকে লক্ষ্য করে বলেন, হে আলী! দঁ াড়িয়ে মহানবী (সা.)-এর বার্তা ঘোষণা করে দাও। অতএব আমি দাঁড়িয়ে যাই আর তাদের সূরা তওবার চল্লিশ আয়াত শুনাই। এরপর হযরত আলী এবং হযরত আবু বকর উভয়ে মহানবী (সা.)-এর সকাশে উপস্থিত হন। (সীরাত ইবনে হিশাম, পৃ: ৮৩২) (সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ , খণ্ড-১২, পৃ: ৭৩) (আল বাদাইয়াতু ওয়ান নাহাইয়াহ লি ইবনে কাসীর, ৭ম ভাগ, পৃ: ২২৮-২২৯) (আল মুজামুল বুলদান, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৫১৫) (ফারহাঙ্গো সীরাত, পৃ: ১৯৮)

এই স্মৃতিচারণ অব্যাহত থাকবে। এখন আমি একজন প্রয়াত মহিলার স্মৃতিচারণ করতে চাই যিনি গত কিছুদিন পূর্বে ইন্তেকাল করেছেন। আমি তার (গায়েবানা) জানাযাও পড়াব ইনশাআল্লাহ।

তিনি হলেন, মোহতরমা আমাতুল লাতীফ খুরশীদ সাহেবা। তিনি কানাডায় বসবাস করছিলেন। তিনি আল্ ফযল রাবোয়ার সহকারী সম্পাদক মরহুম শেখ খুরশীদ আহমদ সাহেবের সহধর্মিণী ছিলেন। সম্প্রতি তিনি ৯৫ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন, ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাই হে রাজেউন। তিনি আল্লাহ তা'লার কৃপায় ওসীয়্যত করেছিলেন। তিনি হারসিয়াঁ নিবাসী হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত মিয়াঁ ফজল মুহাম্মদ সাহেবেরপৌত্রী, হযরত হাকীম আল্লাহ্ বখশ তেলওয়াণ্ড মুদাররেস ডেউড়ি হযরত হযরত আম্মাজানের দৌহিত্রী এবং কাদিয়ানের দরবেশমুকাররম আব্দুর রহীম দিয়ানত সাহেব ও আমেনা বেগম সাহেবার জ্যেষ্ঠ কন্যা ছিলেন। কাদিয়ানের নুসরত গার্লস উচ্চ বিদ্যালয়থেকে তিনি (মাধ্যমিক) পাশ করেন এরপর জামেয়া নুসরতে ৪৩ বা ৪৪ সনে ভর্তি হন। জামেয়া নুসরতে তিনি দুই বছর অধ্যয়ন করেন এরপর প্রাইভেট পড়ে আদীব-আলিম পাস করেন। যেমনটি আমি বলেছি তার বিয়ে হয়েছিল আল-ফজলের সহকারী সম্পাদক শেখ খুরশীদ আহমদ সাহেবের সাথে। তাদের বিয়ে হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) মসজিদ মুবারকে পড়িয়েছিলেন। আল্লাহ তা'লা তাকে তিন পুত্র এবং দুই কন্যাসন্তান দান করেছেন। তিনি মুরব্বী সিলসিলা আব্দুল বাসেত শাহেদ সাহেবের বোন ছিলেন,যিনি বর্তমানে লণ্ডনে বসবাস করছেন আর এখানে দীর্ঘকাল কাজ করেছেন এছাড়া আফ্রিকাতেও ছিলেন। তার এক পৌত্র ওয়াক্কাস আহমদ খুরশীদ সাহেব আমেরিকাতে মুরব্বী সিলসিলা হিসাবে কর্মরত আছেন। যথেষ্ট শিক্ষিত পরিবার এটি। তার এক বোন হলেন, আমাতুল বারী নাসের সাহেবা। তিনিও জামাতের বই পুস্তক প্রকাশনা ও সম্পাদনার কাজ করে থাকেন ।

আমাতুল লতীফ সাহেবা তেরো বছর বয়সেই লাজনা ইমাইল্লাহর বিভিন্ন পদে কাজ আরম্ভ করেন এবং সত্তর বছর পর্যন্ত তার এই কাজের ধারা অব্যাহতথাকে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর দিকনির্দেশনা, হযরত উম্মুল মোমেনীন হযরত সৈয়্যদা নুসরত জাহান বেগম সাহেবার তত্ত্বাবধান এবং অন্যান্য বুজুর্গদের নিগরানীতে কাজ করার তার সৌভাগ্য হয়েছে। তিনি কাদিয়ানে কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন। ভারত উপমহাদেশ বিভক্ত হওয়ার পর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী এবং মরহুমা ছোটি আপার কথানুযায়ী হিজরতকারী নারীদের ইনচার্জ হিসাবে কাজ করার সুযোগ পান। একইভাবে বিভিন্ন পদে থেকে লাজনা ইমাইল্লাহর কাজ করার সুযোগ পান আর দীর্ঘকাল তিনি সেক্রেটারি ইশাআতও ছিলেন। ১৯৭৯ সাল থেকে ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত তিনি 'মিসবাহ্'-এর সম্পাদিকা ছিলেন।

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022 Vol-7 Thursday, 24 Mar, 2022 Issue No. 12

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 575/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

১৯৮৬ সাল থেকে তিনি কানাডা বসবাস করছিলেন, সেখানেও তিনি লাজনা ইমাইল্লাহর অনারারি উপদেষ্টা ছিলেন। বইপুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশনার ক্ষেত্রে লাজনা ইমাইল্লাহর ইতিহাস-এর প্রথম চার খণ্ড, আল-মাসাবীহ্ এবং আল-আযহার সংকলনে তিনি ভরপুর সহযোগিতা করার সুযোগ পেয়েছেন। হযরত ছোটি আপার সাথে ৪৪বছর কাজ করার সৌভাগ্য পান। তার পরামর্শে ও তত্ত্বাবধানে নাসেরাতুল আহমদিয়ার সর্বপ্রথম ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। আমাতুল লতীফ সাহেবা যখন সেক্রেটারি নাসেরাত ছিলেন তখন তিনি তার স্বামী শেখ খুরশীদ আহমদ সাহেবের সহযোগিতায় 'রাহে ঈমান' এবং জামাতে আহমদীয়ার বিভিন্ন ইতিহাসগ্রন্থ সংকলন করেন।

তার ছেলে লেইক আহমদ খুরশীদ সাহেব বলেন, আমার মরহুমা মা তার ঘরে সব সন্তানদের একটি গভীর পাঠ এটি দিয়েছেন যে , যদি জামা'ত এবং খেলাফতের বিরুদ্ধে কোন কথা হয় তাহলে কোনভাবেই তা শুনবে না আর কোনভাবে কানে কথা পোঁছে গেলে সেটাকে ঘুনাক্ষরেও পুনরাবৃত্তি করবে না, সেকথা মুখে ও আনবে না কেননা আল্লাহ তা'লার বিশেষ সাহায্য-সমর্থন জামা'ত ও খেলাফতের সাথে রয়েছে। তিনি বলেন, সকল পরীক্ষা ও ফিতনার পর খোদা তা'লার নির্শনাদি জামাতের সপক্ষে প্রকাশিত হয় তাই তোমরা অযথাই এসব ফিতনায় জড়াবে না। এরপর তিনি লিখেন, মরহুমা জামাতের এক জীবন্ত ইতিহাস ছিলেন। খুবই মিশুক এবং সবার শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন,আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থাশীলা ও মানবসেবায় গভীর আগ্রহী ছিলেন। কানাডায় হিজরতকারী পরিবারগুলোকে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে উৎসাহউদ্দীপনার সাথে অংশ গ্রহণ করতেন।

তার এক সন্তান লিখেছেন, খীলাফতের প্রতি আমাদের আম্মাজানের গভীর ভালোবাসা ছিল। সর্বদা আমাদের সবাইকে যুগ খলীফার জন্য দোয়া করার তাগাদা দিতেন এবং স্মরণ করাতেন। যথাসময়ে ও যত্নসহকারে নামায আদায় করতেন। (আমাদের জন্য) জুমার দিন এক ঈদের দিন হত। পবিত্র কুরআনের প্রতি ভালোবাসার বিষয়ে লিখেন, অগণিত শিশুকে পবিত্র কুরআন পড়িয়েছেন এবং শুদ্ধ উচ্চারণে পবিত্র কুরআন পাঠে জোর দিতেন।

তার পৌত্র মুরুব্বী সিলসিলাহ্ ওক্কাস খুরশিদ সাহেব বলেন, তিনি সর্বদা দোয়া এবং পড়ালেখার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন। ছোটদের উত্তম তরবিয়তের লক্ষ্যে তিনি বিভিন্ন গল্প শুনিয়ে শিশু-কিশোরদের জামাতের ইতিহাস শেখাতেন।

তার এক পৌত্রী বলেন, দাদি আম্মার নয় পৌত্রী রয়েছেন। তিনি আমরা মেয়েদের লাজনা ইমাইল্লার খাদেমা হওয়ার জন্যইকেবল তরবিয়তই করেন নি বরং ভদ্রতা ও শিষ্টাচার, সঠিক পর্দা কীভাবে করতে হয়, ঘর-সংসার কীভাবে সামলাতে হয়, অতিথি আপ্যায়ন, সেলাই, উর্দুতে লেখাপড়া এসকল বিষয়ে আমাদের সকলের জন্য পথিকৃৎ ছিলেন। আমরা প্রাপ্তবয়স্কা হলে, আমাদেরকে আমাদের স্বামী এবং শ্বশুরবাড়ির যথাযথ খেয়াল রাখার বিষয়ে প্রেরণা জুগিয়েছেন। আমরা আমাদের শ্বশুরবাড়ির (লোকজনের) সাথে সময় কাটিয়েছি শুনলে (মরহুমা) অত্যন্ত আনন্দিত হতেন। এসকল দ্বায়িত্বাবলীর পাশাপাশি তিনি আমাদেরকে উত্তম শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া ও ক্যারিয়ার গঠনের বিষয়েও নসীহত করেছেন। জন্মদিন উদ্‌যাপন না করার ন্যায় অনৈসলামিক কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে যেখানে তিনি অত্যন্ত সোচ্চার ছিলেন সেখানে তিনি জন্মদিন এবং অন্যান্য বিশেষ উপলক্ষ্যগুলোকে স্মরণীয়ও করে রেখেছেন কেননা তিনি পরিবারের সবাইকে সম্মিলিতভাবে হামদ ও সানা (অর্থাৎ মাহমুদ কী আমীন নযম) পাঠ করা ও বাজামাত দোয়া করতে বলতেন। তিনি আরো বলেন, কানাডায় আহমদী মুসলমান হিসেবে আমাদের তরবিয়্যতের তিনি এক অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিলেন। তিনি আমাদেরকে আমাদের ঈমান এবং পশ্চিমা সভ্যতার মাঝে কীভাবে ভারসাম্য বজায় রাখা যায় তা শিখিয়েছেন।

যাহোক, নতুন প্রজন্মকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এই হচ্ছে মায়েদের এবং বুজুর্গদের দায়িত্ব। নতুন প্রজন্মের কীভাবে তরবিয়ত করতে হয়, তাদেরকে ধর্মও শেখাতে হবে এবং এই (পশ্চিমা) সমাজে বসবাস করে কোনরূপ হীনমন্যতায় না ভুগে এখানে খাপ খাইয়ে চলার প্রতিও মনযোগ আকর্ষণ করতে হবে।

মহান আল্লাহ্ তার সাথে দয়া ও কৃপার আচরণ করুন, তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন আর তার বংশধরদেরকে তার পুণ্যসমূহকে ধরে রাখার তৌফিক দান করুন। (আমিন)

****

তাই এই কথাটি যদি আপনাদের মাথায় থাকে তবে আপনারা অবশ্যই ঈমানের অঙ্গ হিসেবে দেশ সেবা করবেন। এই কথাগুলি আপনাদের মনের মধ্যে সজীব থাকা উচিত। অর্থাৎ নিষ্ঠাবান থাকুন, জামাতের কাজ হোক বা দেশের কাজ, সততার সঙ্গে নিজের কাজ করুন।

একজন খাদিম প্রশ্ন করে যে, আফ্রিকা কিভাবে স্বনির্ভর এবং বিকশিত দেশ হয়ে উঠতে পারে?

হুযুর আনোয়ার এই প্রশ্নের সবিস্তার উত্তর দিতে গিয়ে বলেন: প্রত্যেক সেই জাতিই উন্নতি করে এবং নিজেদের লক্ষ্যে পোঁছয় যারা পরিশ্রম করে। প্রথমত আপনারা শিক্ষার উপর জোর দিন। সাক্ষরতার হার উঁচু হওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রাথমিক শিক্ষা লাভই যথেষ্ট নয়, বরং আফ্রিকার দেশগুলির সরকারের এই লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে এগোতে হবে যে প্রত্যেকটি ছেলে বা মেয়ে যেন বেশি করে শিক্ষিত হয়। অন্তত উচ্চমাধ্যমিক বা স্নাতক হলে বেশি ভাল। আপনারা যদি শিক্ষিত হন, সাক্ষরতার হার উচ্চ হয়, তবে তা আপনাদের মস্তিষ্ক উন্মুক্ত হবে আর আপনারা দেখার চেষ্টা করবেন যে পৃথিবী কি করছে, কোন দিকে এগিয়ে চলেছে আর এভাবে আপনারা নিজেদের লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারবেন।

নিজেদের কাজের বিষয়ে সৎ ও নিষ্ঠাবান থাকুন। আপনি যদি শিক্ষক হন, তবে ছাত্রদের পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে পড়ানোর বিষয়ে মনোযোগী হন। আপনি যদি ব্যুরোক্রেট হন, তবে নিজের কাজের বিষয়ে সৎ ও বিশ্বস্ত হন। এবং নিজের আসাইনমেন্টের লক্ষ্য অর্জন করার চেষ্টা করুন এবং নির্ধারিত সময়ে পূর্ণ করুন। অতএব, পুরো পরিশ্রম করুন, সততা ও বিশ্বস্ততার সঙ্গে দেশের জন্য কাজ করুন। এই জিনিসগুলি আপনাকে উন্নতিতে সাহায্য করবে। যেমনটি আমি প্রথমেই উল্লেখ করেছি, এর জন্য প্রাথমিক বিষয় হল শিক্ষা। প্রত্যেক ব্যক্তিকে উৎকৃষ্ট শিক্ষার্জনের চেষ্টা করা উচিত। অতঃপর সেই শিক্ষা এবং কৌশলকে দেশ ও জাতির উন্নতিতে প্রয়োগ করা উচিত।

প্রশ্ন করা হয় যে, ঈমান রক্ষা করতে বস্তুবাদিতা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব?

হুযুর আনোয়ার বলেন: সর্বোত্তম পন্থা হল আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতের মাধ্যমে হুকুকুল্লাহ্‌র কর্তব্য পালন করা, নিজের ঈমানের উপর সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকা এবং আল্লাহ্ তা'লা দোয়া শোনেন এই বিশ্বাস নিয়ে দোয়া করা যে, তিনি যেন আপনাদেরকে বস্তুবাদিতা থেকে রক্ষা করেন।'

তাছাড়া কুরআন করীম যে সকল আদেশাবলী আমাদেরকে দান করেছেন, সেগুলি শিরোধার্য করার চেষ্টা করা এবং আঁ হযরত (সা.)-এর সুন্নত মেনে চলা। তিনি (সা.) বলেছেন এমন ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টি দিও না যে জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে তোমার থেকে সম্পদশালী। সব সময় এমন ব্যক্তির দিকে দৃষ্টি দাও যে তোমার থেকে কম সম্পদশালী। তবে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে এমন ব্যক্তির দিকে দৃষ্টি দাও যে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। এভাবে আপনি নিজের অগ্রাধিকার পাল্টাতে পারেন। বস্তুবাদিতার বিষয়সমূহের পেছনে ছুটার পরিবর্তে বা বস্তুবাদীদের পিছনে না ছুটে এমন ব্যক্তিদের অনুসরণ করা উচিত যারা নৈতিক ও আধ্যাত্মিকভাবে উন্নত।

আরও একজন খুদ্দাম প্রশ্ন করে যে, পরকালকে কিভাবে প্রমাণ করা যায়?

হুযুর আনোয়ার বলেন: খোদার নবীগণের ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ সত্য প্রমাণিত হয়। অতএব, পরকালের জীবন সম্পর্কেও তাঁদের সাক্ষী মোমেনদের জন্য যথেষ্ট হওয়া উচিত।

হুযুর আনোয়ার বলেন: নবীরা যখন পৃথিবীতে আবির্ভূত হন,তখন তারা আমাদেরকে সুসংবাদও দান করেন আর কিছু বিষয় সম্পর্কে আমাদেরকে সতর্কও করেন। তাঁরা ভবিষ্যদ্বাণী করে থাকেন আর আমরা দেখি যে, কিভাবে সেই সব ভবিষ্যদ্বাণীগুলি পূর্ণ হয়। আমাদের অভিজ্ঞতা বলছে, নবীরা যা কিছু বলেন তা সব সত্য প্রমাণিত হয়। তাঁরা আমাদেরকে বলেছেন যে, মৃত্যুর পরও এক জীবন আছে যা শ্বাশত। আর আল্লাহ্ তা'লা সৎকর্ম সম্পাদনকারীদেরকে প্রতিদান দিবেন। আর যারা আল্লাহ্ তা'লার বিধিনিষেধ মেনে চলে নি, তার জন্য নির্ধারিত কর্তব্য পালন করেনি এবং মানুষের অধিকারের বিষয়ে যত্নবান থাকে নি, তাদেরকে তিনি শাস্তি প্রদান করবেন।

আপনি যদি খোদাকে বিশ্বাস করেন, তবে তিনিও আপনাকে কিছু নিদর্শন দেখাবেন। অনেকে স্বপ্নের মাধ্যমে দেখেছেন অথবা আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে অন্য কোনও মাধ্যম দিয়েছে দেখিয়েছেন যে , মৃত্যুর পরও একটি জীবন রয়েছে।"

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir